বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
www.brta.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
www.brta.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

নির্দেশনায়

জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বিআরটিএ

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা

জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশাসন) (যুগ্মসচিব), বিআরটিএ

সম্পাদনা সহযোগী

জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, উপপরিচালক (প্রশাসন) (উপসচিব), বিআরটিএ।
জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ।
জনাব এ.এইচ.এম. আনোয়ার পারভেজ, সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, বিআরটিএ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
www.brta.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

-ঃ সূচিপত্রঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অধ্যায়	
১.	• ভুমিকা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ১৬টি কার্যাবলি • বিআরটিএ'র গঠন, ক্রমবিকাশ	৭-৯
	দ্বিতীয় **অধ্যায়**	
২.	প্রশাসনিক কার্যক্রম- • সুশাসন, গনশুনানী, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, এসডিজি • জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) • জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার, আইন, বিধি ও নীতিমালা	১০-১৭
	তৃতীয় **অধ্যায়**	
৩.	• ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৮-৩২
	চতুর্থ **অধ্যায়**	
৪.	• অন্যান্য কার্যক্রম	৩৩-৩৪
	• পঞ্চম **অধ্যায়**	
৫.	• জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন এবং সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন	৩৫-৩৬
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
৬.	• **২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র** অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত **কার্যক্রম**	৩৭-৩৯
	সপ্তম **অধ্যায়**	
৭.	• ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	৪০
	অষ্টম **অধ্যায়**	
৮.	•	৪১-৭৪

প্রথম অধ্যায়

- ভুমিকা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ১৬টি কার্যাবলি
- বিআরটিএ'র গঠন, ক্রমবিকাশ

ভূমিকা:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সনে মোট ২৯১ জনবল নিয়ে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র (বিআরটিএ) যাত্রা শুরু হয়, বর্তমানে এর অনুমোদিত জনবল হচ্ছে ৯৩১ জন। বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্র্যাক্স টোকেন ইস্যু ও নবায়ন, রাইডশেয়ারিং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, মোটরযানের মালিকানা বদলী, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, সরকারি মোটরযান মেরামতের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান, দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযান পরিদর্শন ইত্যাদি, যা সড়ক নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উন্নত ধ্যান ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে গ্রাহকসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল কার্যক্রমের সুফল হিসেবে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (bsp.brta.gov.bd) এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন ঘরে বসে দাখিল ও ঘরে বসেই সার্টিফিকেট প্রিন্ট করতে পারছেন। এই সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল করতে পারছেন। মোবাইল মেসেজ (এসএমএস) এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের বায়োমেট্রিক্স প্রদান ও সার্টিফিকেট সংগ্রহের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে, মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুতের স্ট্যাটাস জানতে ও সংযোজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রিন্টিং স্ট্যাটাসও জানতে পারছেন। সেবাগ্রহীতাগণ বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটের (www.brta.gov.bd) ফি ক্যালকুলেটর ও বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে মোটরযানের অগ্রিম আয়কর, ট্যাক্স টোকেন ও ফিটনেস ফিসহ অন্যান্য ফি'র পরিমাণ জানতে পারছেন এবং VISA/ MASTER/ AMERICIAN XPRESS/ DBBL NEXUS CARD ও মোবাইল ব্যাংকিং ROCKET/bKash এর মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি জমা প্রদান করতে পারছেন। এছাড়া, মোটরযানের মালিকগণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাদের মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে ফিটনেস ও ট্যাক্স টোকেনের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া এবং ফি'র পরিমাণ জানতে পারছেন। অনলাইনে প্রদেয় সেবাসমূহ পেতে বিআরটিএ'র কলসেন্টার **(১৬১০৭)** চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয় করে মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, রুট পারমিট ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ করার পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের হার কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশবান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশবান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বিআরটিএ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ সড়ক পরিবহন সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলা;
- সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কারিগরি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ চালক সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ।

বিআরটিএ'র ১৬টি কার্যাবলি:

- মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স, রুটপারমিট ইত্যাদি প্রদান;
- মোটরযান প্রস্তুতকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান ওয়ার্কশপ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, মোটরযান দূষণ পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;
- সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
- সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরযানের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
- সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- ট্রাফিক চিহ্ন, সংকেত, গতিসীমা ইত্যাদি নির্ধারণ;
- ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় সমন্বিত রুটনেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মোটরযানের টাইপ ও শ্রেণির নমুনা অনুমোদন এবং তদনুযায়ী নির্মাণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ;
- মোটরযানের এক্সেল লোড ও ওজনসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- আঞ্চলিক পরিবহণ কমিটি গঠন ও ইহার কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
- মোটরযানের কর ও ফি আদায় এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযানের ফি নির্ধারণ;
- গণপরিবহণের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন;
- যে কোনো এলাকা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযান ও গণপরিবহণের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- উপরি-উক্ত কোনো বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো কাজ; এবং
- সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

বিআরটিএ'র গঠন:

পটভূমি:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়াধীন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। সড়ক পরিবহনের সার্বিক তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ২এ ধারার ক্ষমতাবলে ১৯৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বিআরটিএ গঠন করা হয়। বর্তমানে এ সংস্থাটি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর আলোকে পরিচালিত হচ্ছে।

ক্রমবিকাশ:

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ১৯৬২ সালে "সুপারিনটেনডেন্ট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (SRTM)" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে দেশের রাস্তা-ঘাট ও মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৭ সনে 'সুপারিটেনডেন্ট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (SRTM)' পুনর্গঠন করে 'ডারেক্টরেট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (DRTM)' নামকরণ করা হয়। বিআরটিএ গঠনের পূর্বে মোটরযান সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন- মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান, সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণাকরণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, রুট পারমিট প্রদান, মোটরযানের রাজস্ব আদায় ইত্যাদি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার উপর ন্যস্ত ছিল। মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কাজ পুলিশ বিভাগ, আন্তঃজেলা রুট পারমিট ও বিশেষ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজ তদানিন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক রুট পারমিট সংক্রান্ত কাজ জেলা প্রশাসন, রাজস্ব আদায় ডাকবিভাগ ও মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু/নবায়ন সংক্রান্ত কাজ DRTM সম্পাদন করত। মোটরযান সংক্রান্ত কাজ একই সংস্থা থেকে সম্পাদন করার লক্ষ্যে মালিক সমিতির দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সনে "ডাইরেক্টরেট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (DRTM)" এর ৬২ জনবলসহ মোট ২৯১ জনবল সম্বলিত বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি সৃষ্টি করা হয়। বিআরটিএ'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৯৩১ জন। এর মধ্যে বিআরটিএ সদর কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয় অফিস এবং ০৬টি মেট্রো ও ৬৪টি জেলা সার্কেল অফিসে ৭০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রশাসনিক কার্যক্রম

২.১ সুশাসন:

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের হয়রানি হ্রাস, গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি বিধান/নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন, মানসম্মত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণের নিমিত্ত 'বায়োমেট্রিক্স উপস্থিতি' সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি শাখা ভিত্তিক স্ব-স্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুসরণপূর্বক নথিপত্র উপস্থাপন, নিষ্পত্তি এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । বিআরটিএ'র সার্কেলসমূহের কাজ যথাযথভাবে পালন, গ্রাহক হয়রানী ও আর্থিক লেনদেন বন্ধ করতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দালালমুক্ত পরিবেশে জনসেবা নিশ্চিত করতে বিআরটিএ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল, মোবাইল এসএমএসসহ সামাজিক অনলাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে শতভাগ সেবা ডিজিটালাইজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটিএ'র ০৩ (তিন) জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সার্বক্ষণিকভাবে ঢাকার ০৩ (তিন)টি সার্কেলে দালালমুক্ত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোনো প্রকার গ্রাহক হয়রানী বা দালালের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে কিংবা দায়িত্ব পালনকালে কোনো দালাল ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক তাৎক্ষণিক সাজা দেয়া হচ্ছে। দালালদের দৌরাত্ম্য, অফিসের কাজে দালালদের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংশ্লেষ ও আর্থিক লেনদেনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কোনো গ্রাহক বা সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের স্বার্থে ঢাকা মেট্রো সার্কেলের সিসি ক্যামেরার এন্ট্রিতে সকল পরিচালক/ সচিব এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দালালমুক্ত পরিবেশে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করার স্বার্থে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের সকল পরিচালক/সচিব প্রতিমাসে ২ (দুই) বার ঢাকা মেট্রো সার্কেল (১/২/৩) সরেজমিনে পরিদর্শন করে মতামত/সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা: ১৪টি। তন্মধ্যে, চাকুরিচ্যুত (চাকুরি হতে বরখাস্ত) ২ জন, অব্যাহতি প্রদান ৪ জন,অন্যান্য দন্ড প্রদান করা হয় ৮ জনকে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর বিআরটিএ'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়

২.২ গণশুনানি:

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানী পরিচালিত হয়। গণশুনানীকালে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৩টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিআরটিএ সিলেট সার্কেল অফিসে অনুষ্ঠিত গণশুনানী

বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল অফিসে অনুষ্ঠিত গণশুনানী

২.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআরটিএ-তে ২৯৩টি অভিযোগ গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ১৩টি অন্য দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২৮০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার ১০০%। বিআরটিএর সচিব GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া সকল বিভাগীয় অফিস ও সার্কেল অফিসসমূহে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা চালু আছে এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS):

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। গত অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪ (চার)টি সভা ও বিভাগীয় অফিসের সাথে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক ০৪ (চার)টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। NIS বিষয়ে ২৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুসারে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫ জন কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন অব্যহত আছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার এবং এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদান

জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ে অংশীজন সভা

সিটিজেন চার্টার বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা

২.৫ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA):

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালুর পর হতে বিআরটিএ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে APA এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গৃহীত বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা শেষে অর্জন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ সংক্রান্ত সফট্ওয়্যারেও প্রতিবেদন দাখিল করা হয় । গত ২৮ জুন ২০২২ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া গত ২৩ জুন ২০২২ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বিআরটিএ)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ (বিআরটিএ সদর কার্যালয় এবং বিআরটিএ বিভাগীয় কার্যালয়)

২.৬ জনপ্রশাসন পদকঃ

মোটরযানের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে বরিশাল বিআরটিএ'র বিভাগীয় উপপরিচালক(ইঞ্জিঃ) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান জনপ্রশাসন পদক প্রাপ্ত হোন।

মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হতে জনপ্রশাসক পদক গ্রহণ করেছেন জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান

২.৬ ই-টেন্ডার

বিআরটিএ'র ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৬,১৮,৫৬,৬৭২.৫০ টাকার ৭টি ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

২.৭ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন:

জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ০৫ জুন ২০১৭ তারিখে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। 'খ' শ্রেণির দিবস হিসেবে সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতিবছর দেশব্যাপী দিবসটি উদযাপন করা হয়। ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো 'সাবধানে চালাবো মোটরযান, নিরাপদে ফিরবো বাড়ি' প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় 'গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি' প্রতিপাদ্যে ২২ অক্টোবর ২০২১ খ্রি: তারিখে পঞ্চমবারের মতো জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপিত হয়।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২১ এর আলোচনা সভা

২.৮ আইন, বিধি ও নীতিমালা:

মহাসড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮; সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭; রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ (সংশোধিত ২০১৬); ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর অধীনে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১-এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৯ মোটরযান চালকদের ডোপ টেস্ট শুরু করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন:

গত ২২ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে "জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২০" এর আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোটরযান চালকগণ মাদকাসক্ত কি-না তা জানতে ডোপ টেস্ট করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মোটরযান চালকগণের ডোপ টেস্ট কীভাবে, কী পদ্ধতিতে ও কোথা থেকে তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় এ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিআরটিএ-সহ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। গঠিত কমিটি'র বিশেষজ্ঞ মতামতের আলোকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশে এসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২.১০ জনবল কাঠামোতে ১১৭টি নতুন পদ সৃজন:

১৯৮৭ সনে মোট ২৯১ জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু হওয়া বিআরটিএ সৃষ্টির পর ক্রমাগতভাবে এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যানবাহনের আকৃতি ও প্রযুক্তিগত প্রকৃতি পরিবর্তনের ফলে বিআরটিএ-কে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বিআরটিএ সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৬শত শতাংশ এবং ইহা ক্রমবর্ধমান। বিআরটিএ'র কার্যক্রমের গুরুত্ব, ব্যাপ্তি, বৈচিত্রতা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শীর্ষ পর্যায়ে সমন্বয় ইত্যাদি বিবেচনায় সরকার সম্প্রতি বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান পদটি গ্রেড- ১ এ উন্নীত করেছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৮.১১.২০২১খ্রি: তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০৫৪.১৯-৫২১নং স্মারকে বিআরটিএ'র ময়মনসিংহ বিভাগীয় অফিসের জন্য অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭টি পদ; ১২.০৫.২০২২খ্রি: তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৫.০১৫.১৮(অংশ)-২২৮নং স্মারকে অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৯০টি পদ; ৩০.০৫.২০২২খ্রি: তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৫.০১৫.১৮(অংশ)-২৫৬নং স্মারকে স্থায়ীভাবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ০৬টি পদ এবং ০৬.০৬.২০২২খ্রি: তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০২৮.০১২.১৮-২৬৯নং স্মারকে অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪টি পদসহ সর্বমোট ১১৭টি পদ সৃজিত হয়। বিআরটিএ'র বিভাগীয় অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে সৃজিত ৮ বিভাগের জন্য ৪র্থ গ্রেডের ০৮জন পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) পদায়ন করা হয়েছে।

২.১১ বিআরটিএ'র মাঠপর্যায়ে ৮টি নতুন সার্কেল সৃষ্টি :

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১২/৫/২০২২ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৫.০১৫.১৮(অংশ)-২২৮ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৪ এবং ৭টি সংযুক্ত সার্কেল ভেঙ্গে আরো নতুন ৭টি সার্কেল সৃষ্টি হয়। নবসৃষ্ট সার্কেলসমূহ এবং অনুমোদিত জনবলের তথ্য নিম্নবর্নিত ছকে উল্লেখ করা হলো। ইতোমধ্যে নবসৃষ্ট ০৮ টি সার্কেলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন করা হয়েছে।

ক্র. নং	সার্কেলের নাম	মোট জনবল	ক্র. নং	সার্কেলের নাম	মোট জনবল
১.	**ঢাকা মেট্রো ৪ সার্কেল**	**১০ জন**	**৫.**	ঝালকাঠি সার্কেল	**০৪ জন**
২.	লালমনিরহাট **সার্কেল**	**০৪ জন**	**৬.**	বরগুনা সার্কেল	**০৪ জন**
৩.	পঞ্চগড় সার্কেল	**০৪ জন**	**৭.**	মেহেরপুর সার্কেল	**০৪ জন**
৪.	নড়াইল সার্কেল	**০৪ জন**	**৮.**	শরিয়তপুর সার্কেল	**০৪ জন**

২.১২ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ২, ৩ ও ৪ পুনর্গঠন:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১২/০৫/২০২২ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৫.০১৫.১৮(অংশ)-২২৮ নং স্মারকে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৪ সৃজিত হয়। বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের ৩০/৬/২০২২ তারিখের ৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৫২.০১৬.২২-৭৩২ স্মারকে গঠিত ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রতিবেদন এবং ২২ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিআরটিএ পরিচালনা পরিষদের ৪র্থ **সভায়** গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রো এলাকার মোটরযানবাহনের যাবতীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত ঢাকা মেট্রো এলাকার থানাগুলো পুনর্বিন্যাস করে নিম্নরূপভাবে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২, ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৩ ও ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৪ পুনর্গঠন করে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ এর আওতাধীন থানাসমূহ (১৬টি)		**ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২ এর আওতাধীন থানাসমূহ (১৫টি)**	
১। রমনা	১০। আদাবর	১। লালবাগ	৯। ওয়ারী
২। ধানমন্ডি	১১। মিরপুর	২। কোতয়ালী	১০। কদমতলী
৩। পল্লবী	১২। কাফরুল	৩। কামরাঙ্গীরচর	১১। গেন্ডারিয়া
৪। নিউমার্কেট	১৩। দারুসসালাম	৪। চকবাজার	১২। মতিঝিল
৫। শাহবাগ	১৪। শের-ই-বাংলানগর	৫। বংশাল	১৩। পল্টন
৬। কলাবাগান	১৫। ক্যান্টনমেন্ট	৬। সূত্রাপুর	১৪। হাজারীবাগ
৭। তেজগাঁও	১৬। শাহআলী	৭। শ্যামপুর	১৫। ডেমরা
৮। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল		৮। যাত্রাবাড়ী	
৯। মোহাম্মদপুর			
ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৩ এর আওতাধীন থানাসমূহ (৯টি)		**ঢাকা মেট্রো সার্কেল-৪ এর আওতাধীন থানাসমূহ (১০টি)**	
১। তুরাগ	৬। উত্তরা (পূর্ব)	১। গুলশান	৬। খিলগাঁও
২। উত্তর খান	৭। রূপনগর	২। হাতিরঝিল	৭। মুগদা
৩। দক্ষিণ খান	৮। ভাসানটেক	৩। রামপুরা	৮। শাহজাহানপুর
৪। বিমানবন্দর	৯। খিলক্ষেত	৪। ভাটারা	৯। সবুজবাগ
৫। উত্তরা (পশ্চিম)		৫। বাড্ডা	১০। বনানী

২.১৩ নিয়োগবিধি সংশোধন ও বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণ

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'তে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ১১৭টি পদ সৃজিত হয়। অর্থ বিভাগের ১১.১০.২০২১ খ্রি: তারিখের ০৭.১৫৫.৩০১৫.৩৫.০০৩.৮৭(অংশ-১)-৪৭১নং স্মারকে অস্থায়ীভাবে পদ সৃজনের সম্মতিপত্রে যে সকল পদ নিয়োগবিধিতে নেই সে সকল পদ নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্তির শর্ত রয়েছে। বিআরটিএ'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নতুনভাবে সৃজিত ১১৭টি পদের মধ্যে সিস্টেম এনালিস্ট ,সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট এবং কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজার এর পদ রয়েছে যা বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে নেই। এ সকল পদসমূহ নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়োগবিধি ও হালনাগাদকরণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এবং পরবর্তীতে সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা ২০১৬ সময়োপযোগী করার নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব/মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির পর্যবেক্ষন, পর্যালোচনা ও সুপারিশমালার আলোকে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশকৃত তফসিল সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরন করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহনের সংখ্যা ১২ টি । চেয়ারম্যান হচ্ছে বিআরটিএ'র মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা অথচ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানের জন্যও কোন জীপ/মোটরযান নির্ধারিত রাখা নেই। বর্তমানে বিআরটিএ'তে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার পরিচালক পদ ০৩টি, সদর কার্যালয়ে ৪র্থ গ্রেডের পরিচালক পদমর্যাদার পদ ০৪টি, ৮ বিভাগে ৪র্থ গ্রেডের পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) পদ ০৮টি, উপসচিব পদমর্যাদার পদ ০৪ টি, ৬ষ্ঠ গ্রেডের উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং সমমানের পদ ২৩টি, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ১৯টি, ৯ম গ্রেডের পদ ১০৬টি এবং ১০ম গ্রেডের ১৮৫ টি পদ রয়েছে। বিআরটিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াত, মাঠ পর্যায়ে সার্কেল ও জেলা অফিস অফিস পরিদর্শন, নিয়মিত মনিটরিং, দুর্ঘটনা কবলিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন, তদন্ত কার্য সম্পাদনসহ সরকারী ও দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত যানবাহনের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী যানবাহন নেই বললেই চলে। কাজের প্রকৃতি ও পরিধির সাথে গ্রেডভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ও তাদের অফিসে যাতায়াত, রাজস্ব আদায়, মাঠ পর্যায়ে সার্কেল ও জেলা অফিস পরিদর্শন, নিয়মিত মনিটরিং, দুর্ঘটনা কবলিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন, তদন্ত কার্য সম্পাদন, যোগাযোগ ও রিপোর্ট প্রদান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি বিবেচনায় এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে ১১৫টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাব / সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩.১ মোটরযান রেজিস্ট্রেশন:

মোটরযান রেজিস্ট্রেশন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা মোটরযান মালিক আইনগতভাবে সড়ক, মহাসড়ক বা পাবলিক প্লেসে কোন মোটরযান চালাতে পারেন না চালাবার অনুমতি প্রদান করতে পারেন না। মোটরযান রেজিস্ট্রেশন সনদ ব্যতীত মোটরযান চালালে আইন অনুযায়ী জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে। সেবাপ্রত্যাশী তাঁর মোটরযানের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইনে আবেদন করবেন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত দেশে রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের সংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টি। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পর্যন্ত উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২,৯২,৪৪০। বিআরটিএ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫টি মেট্রো সার্কেল এবং ৫৭ টি জেলা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ৫,২৩,০০৯ টি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

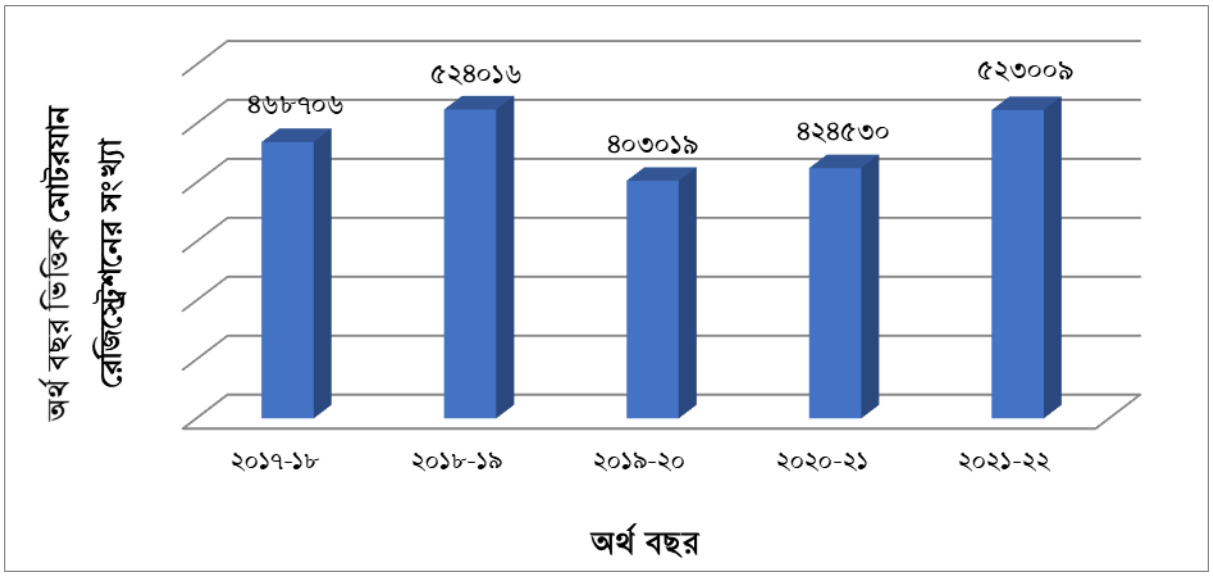

শ্রেণিভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানঃ

ক্র.নং	মোটরযানের শ্রেণি	সংখ্যা	ক্র.নং	মোটরযানের শ্রেণি	সংখ্যা
১.	বাস	৫০৬৬৩	৮	জীপ	৭৮,০৯৪
২.	মিনিবাস	২৭৭৪৫	৯	কাভার্ড ভ্যান	৪৪,৫৩৭
৩.	ট্রাক	১,৪৬,৬২৪	১০	ডেলিভারি ভ্যান	৩২,৭৮১
৪.	প্রাইভেট কার	৩,৯১,৪৯১	১১	হিউম্যান হলার	১৭,৩৭১
৫.	মোটরসাইকেল	৩৭,৩৯,৯০৪	১২	ট্রাক্টর	৪৫,৮৫৫
৬.	মাইক্রোবাস	১,১২,৩৩২	১৩	অন্যান্য	৫৯,২৬১
৭	পিক আপ	১,৪৮,৯৯৬		**সর্বমোট**	**৫২,৯২,৪৪০**

৩.২ রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ:

আরএফআইডি একধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উইন্ডশ্লিল্ড স্টিকার যা মোটরযানের উইন্ডশিল্ডে ভিতরের দিক থেকে সেলফ এডহেসিভ দ্বারা লাগানো হয়। আরএফআইডি ট্যাগ মোটরযান ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর দ্বারা মোটরযানের অবস্থান জানা সম্ভব এবং এক মোটরযানে সংযোজিত ট্যাগ অন্য মোটরযানে ব্যবহার করা যায় না। এ ট্যাগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, চ্যাচিস নাম্বার ও মোটরযানের ধরণ সংক্রান্ত কোড থাকে, ফলে এ ট্যাগযুক্ত কোনো মোটরযান কোনো আরএফআইডি স্টেশন অতিক্রমকালে স্টেশনে অবস্থিত এন্টেনা উক্ত কোড/সিগনাল স্টেশনে অবস্থিত অপর একটি ডিভাইস আরএফআইডি রিডারে প্রেরণ করে এবং রিডার তা নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির মাধ্যমে সেন্ট্রাল সার্ভারে প্রেরণ করে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের অবস্থানসহ যাবতীয় তথ্য দৃশ্যমান হয়। ভুয়া নম্বরপ্লেট, মোটরযান চুরি প্রতিরোধ ও অপরাধে জড়িত মোটরযান সনাক্তকরণের জন্য মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট প্রবর্তন করা হয়। একই সময়ে মোটরযানের অবস্থান, মোটরযানের গতিবিধি মনিটর ও মোটরযানের রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংবলিত মোটরযানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ সংযোজন কার্যক্রম চালু করা হয়। ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ কার্যক্রম চালু করা হয়। আরও ১২টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডিন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশন স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫,১৬,০৩৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৪,৮৯,৩২২ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ প্রস্তুতের তুলনামূলক চিত্র

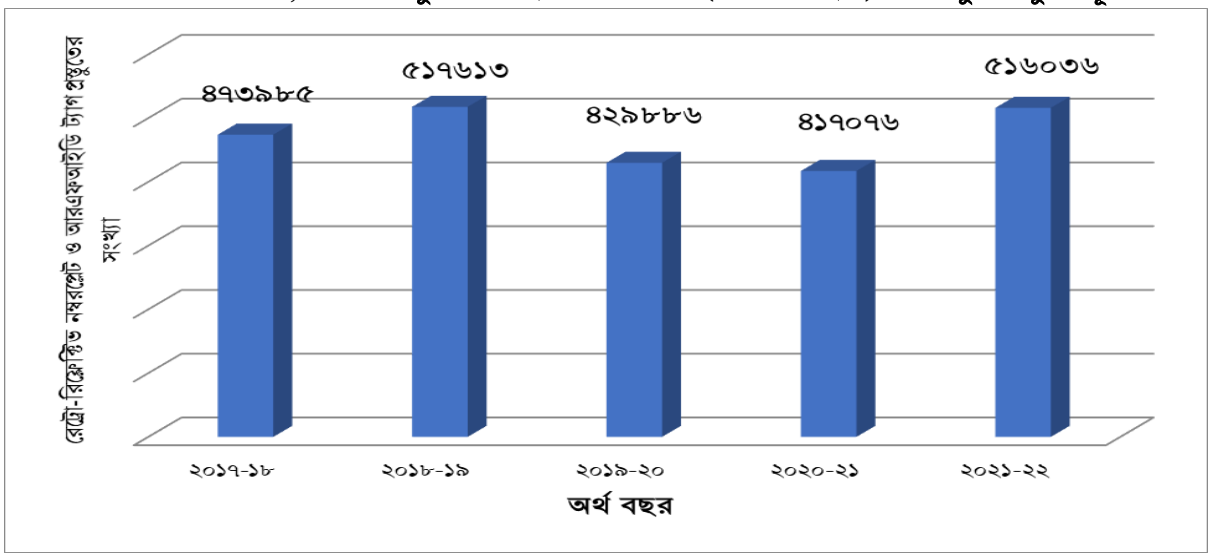

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ কার্যক্রমের উদ্বোধন

প্রাইভেট মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ

৩.৩ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি):

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হচ্ছে মালিকানাসহ মোটরযানের সকল তথ্য সম্বলিত এবং সহজে বহনযোগ্য একটি ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট কার্ড। সনাতন রেজিস্ট্রেশন তথা ব্লু বুকের পরিবর্তে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স নির্ভর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) প্রস্তুত কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটরযানের প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর অসুবিধা দূর করে মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে। গত ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ শুরু হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল মোটরযানের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪,৫১,৬০৩টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের অবিতরণকৃতসহ মোট ৪,৭৭,৬২৮টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে ডিআরসি প্রস্তুত ও বিতরণের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

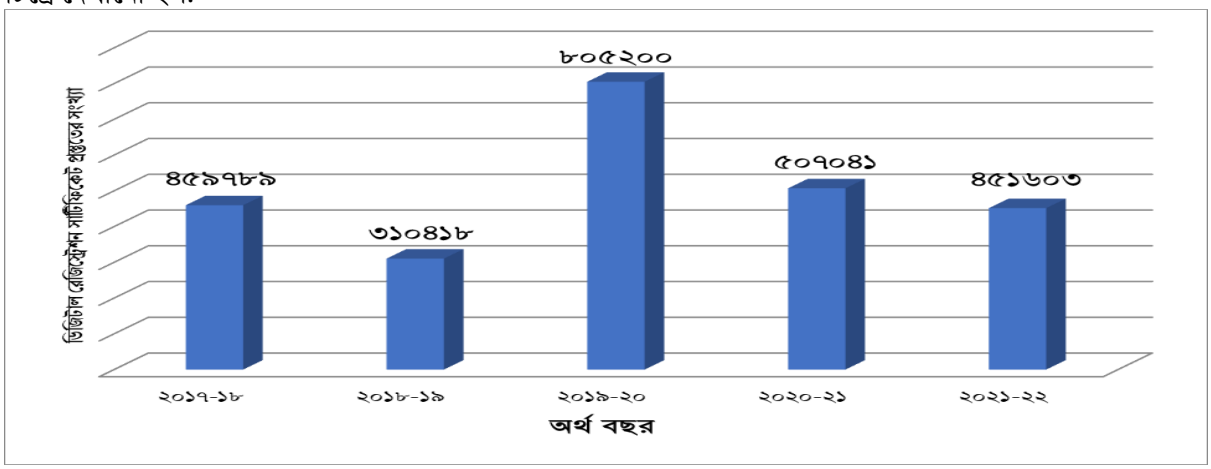

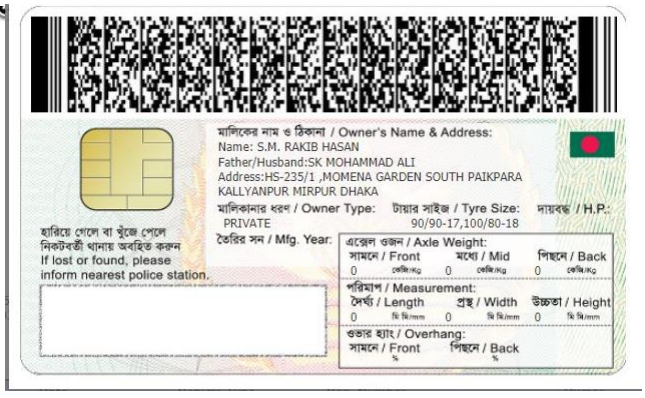

মোটরযান মালিকের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

৩.৪ ড্রাইভিং লাইসেন্স (স্মার্ট কার্ড):

২০১১ সালে প্রবর্তিত ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স যুগোপযোগী করে পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিভিন্ন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকায় অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ থেকে পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রার্থীর আবেদনপত্রের সাথে ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ পজিটিভ হলে (মাদক সেবনের আলামত পাওয়া গেলে) বা এতে কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকলে সেক্ষেত্রে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হয় না। সারাদেশে সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে এবং ঢাকা মহানগরীর ১০টি হাসপাতালের মাধ্যমে নিয়মিত ডোপ টেস্টের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও, সরকার নির্ধারিত ফি অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতেও ডোপটেস্ট কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। লাইসেন্স পরীক্ষা আরও স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে যেদিন পরীক্ষা হবে ঐদিনে ফলাফল দেয়া হচ্ছে। পরীক্ষা শেষে ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার ফলাফল ঐদিনই বিআরটিএ-আইএস সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়া হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৭,৮৪,৮৫১টি ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন করা হয়েছে।

অর্থ-বছর ভিত্তিক স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরিসংখ্যানঃ

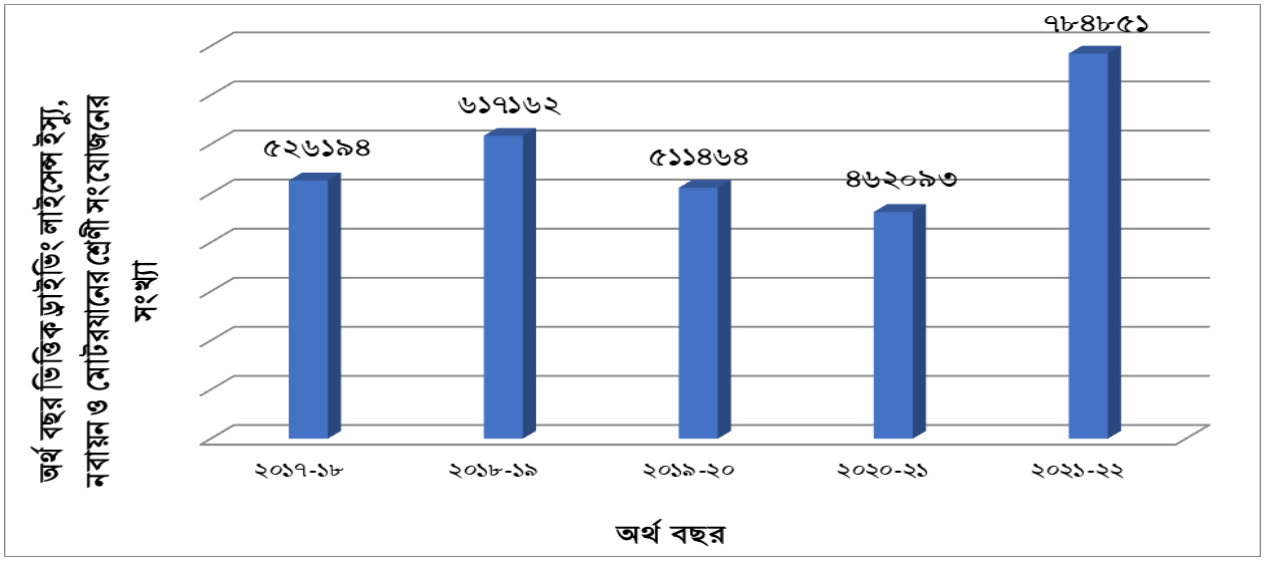

ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

৩.৫ মোটযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট:

ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া কোনো মোটরযান (মোটরসাইকেল ব্যতীত) সড়ক- মহাসড়কে চালানো যায় না। এছাড়া যে সকল ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহের আসন সংখ্যা ০৮ (ড্রাইভারসহ) সে সকল মোটরযান তৈরি সনসহ ০৫ (পাঁচ) বছর ফিটনেস অব্যাহতি পেয়ে থাকে। ভাড়ায় চালিত নয় এরুপ মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সন হতে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং ২০১৯ সাল থেকে প্রতি ২ বছর অন্তর ফিটনেস নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল অফিস হতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন করা যায়। মোটরযানের ফিটনেস কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ ও ভিড় এড়াতে ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগরীর ৪টি অফিস থেকে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫,৬৪,৩২২টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা বিগত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু ও নবায়নের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

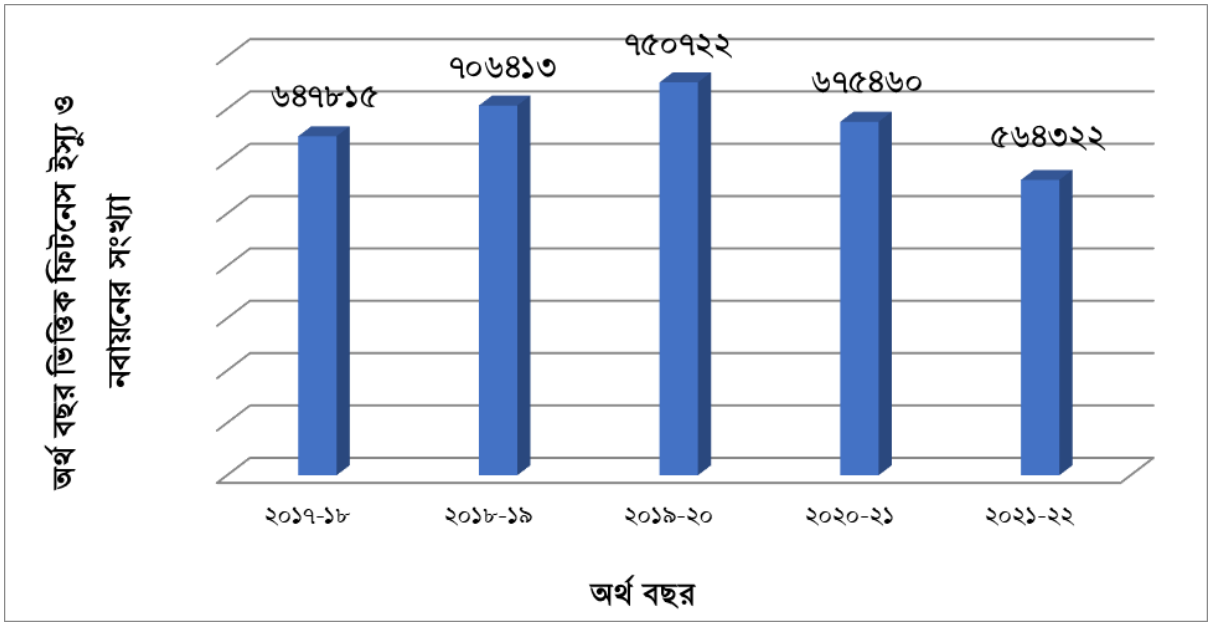

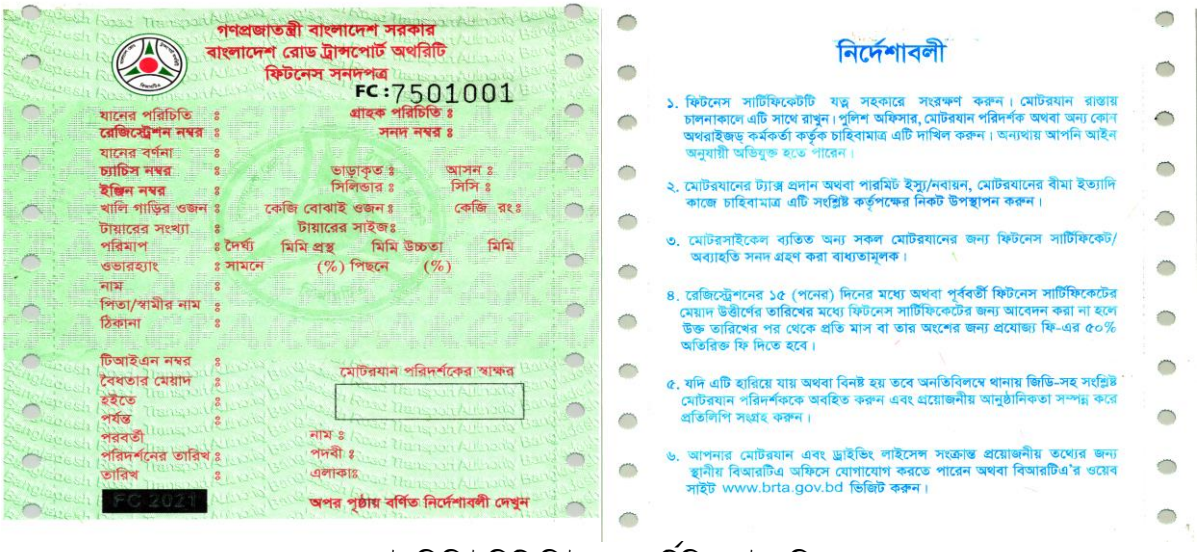

হাই সিকিউরিটি ফিটনেস সার্টিফিকেটের চিত্র

৩.৬ মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন:

১। মোটরযানের মালিকানা বদলী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আবেদন দাখিলের সময় গতানুগতিক হাতে লেখা ম্যানুয়াল প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ এর পরিবর্তে কম্পিউটারাইজড্ প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে সেবা প্রদান কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় ত্বরান্বিত হয়েছে;

২। রেকর্ড ব্যবস্থাপনা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে কিনা সেগুলো বিআরটিএ-আইএস এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে এ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। শুরু হতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৬৭,৫০৪টি মোটরযানের বিপরীতে মোটরযান মালিককে সিস্টেম জেনারেটেড প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করা হয়েছে;

৩। ঢাকা মেট্রো-১, ২ ও ৩ সার্কেলের সংরক্ষিত রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথিগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্কাইভিং করা হচ্ছে। বিদ্যমান নথিগুলো রেকর্ডরুমে খুঁজতে যেয়ে যে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়, আর্কাইভিং করার কারণে সে

দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা সম্ভব হবে। পর্যায়ক্রমে সকল সার্কেল অফিসের নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্কাইভিং করা হবে;

৪। ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল অফিসের মালিকানা বদলীর পেন্ডিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১০টি টিমে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭ রুট পারমিট:

সকল বাণিজ্যিক মোটরযান এবং যে সকল ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহের আসন সংখ্যা ড্রাইভার ব্যতীত ৯ (নয়) বা ততোধিক সে সকল মোটযানের রুটপারমিট থাকা আবশ্যক। সড়ক পরিবহন আইন,২০১৮ অনুযায়ী উল্লেখিত মোটরযানের রুট পারমিট সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২,০৫,১২৫টি রুটপারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রুটপারমিট ইস্যু ও নবায়নের তুলনামূলক অবস্থা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

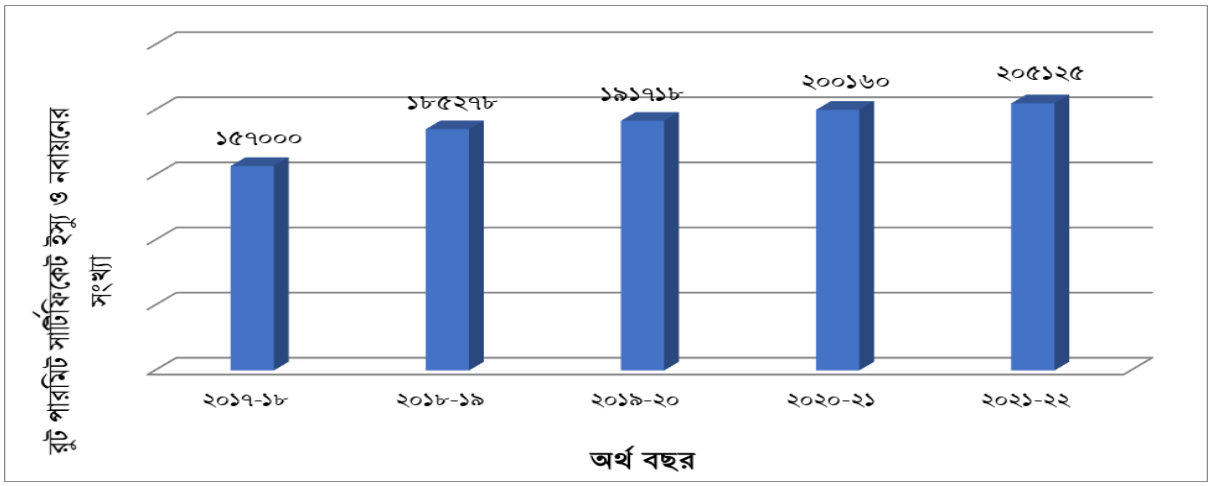

অর্থবছর ভিত্তিক রুট পারমিট সার্টিফিকেট এর সংখ্যা

৩.৮ ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন:

অভিজ্ঞ ও দক্ষ মোটরযান চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর না থাকায় ২০১২ সালে দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর তৈরির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ১৪৬টি ড্রাইভিং স্কুলকে এবং ৬০০ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৫০ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৩.৯ মোবাইল কোর্ট (ভ্রাম্যমাণ আদালত) পরিচালনা:

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষায় অবৈধ এবং ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান চলাচল, ওভারলোড ও ওভার স্পিড নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৮,৯৮৭ টি মামলায় ৩,৯৩,৭৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায়, ২৩৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ২১৬ টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

জুলাই-২০২১ হতে জুন-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদন

মাস	অভিযানের সংখ্যা	মামলা	জরিমানা (টাকায়)	কারাদন্ড	ডাম্পিং
জুলাই ২০২১	১৬১	১১৮৯	৯,০২,২৫০.০০	০১	০০
অগষ্ট ২০২১	২০৬	২১০০	২০,৮১,৫০০.০০	১১	০৩
সেপ্টেম্বর ২০২১	২৪৩	২৩০৪	৩৩,৯৬,১০০.০০	৪০	১৪
অক্টোবর ২০২১	২১৪	১৭৬১	৩২,৪০,১০০.০০	৩৬	১২
নভেম্বর ২০২১	২৮০	২৩২৭	৬৪,৫৪,০০০.০০	২৩	৩১
ডিসেম্বর ২০২১	২৩২	১৬৯৫	৪৩,৫৯,৫০০.০০	২৩	৫০
জানুয়ারি ২০২২	১৭৬	১৪০৬	৩০,৮২,৮০০.০০	০৩	১৬
ফেব্রুয়ারি ২০২২	১৬৫	১১২৬	২৭,১৬,৯৫০.০০	১৫	৩৫
মার্চ ২০২২	২১১	১৬৪৬	৩৯,৩৭,২০০.০০	৪০	২৫
এপ্রিল ২০২২	১৬৪	১০৯০	২৮,৩৬,৯০০.০০	০১	০৫
মে-২০২২	১৪৮	৮৪৯	২১,২২,৮০০.০০	০৫	০৮
জুন-২০২২	২৫০	১৪৯৪	৪২,৪৩,৮০০.০০	৪০	১৭
মোট	**২৪৫০**	**১৮৯৮৭**	**৩,৯৩,৭৩,৯০০.০০**	**২৩৮**	**২১৬**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআরটিএ মোবাইল কোর্টের উল্লেখযোগ্য অভিযানঃ

ক্রমিক নং	অপরাধ	মামলা	জরিমানা (টাকায়)	ডাম্পিং	কারাদন্ড
১	অতিরিক্ত ভাড়া আদায়	৩৬৭	১০,৩৮,৫০০	০০	০০
২	ফিটনেস বিহীন গাড়ী	৩০৩৮	৬,৩৮,৮৯০	০০	০০
৩	রুট পারমিট বিহীন	৪১০	১,১৭,০০০	২১৬	০০
৪	হাইড্রলিক হর্ণ	২৮২	৩,১৭,০০০	০০	০০
৫	হাইওয়েতে ওভার স্পীড	৩১০	৪,১৪,৫০০	০০	০০
৬	নছিমন, করিমনসহ ছোট গাড়ী	১৩৭২০	২,২৭,৯৫,০০০	০০	০০
৭	বাস রুট রেশনালাইজেশন	২৪০	৯,৭৬,২০০	২৯	০০
৮	মেট্রো সার্কেল- ১/২/৩ এ দালাল বিরোধী অভিযান	৭০১	৬,৯৩,২০০	০০	১৯৬
	মোট =	**১৯,০৬৮**	**২,৬৯,৯০,২৯০**	**২৪৫**	**১৯৬**

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের আওতায় চলমান কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বিআরটিএ'র সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক এক সভা গত ১৮ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বিআরটিএ'র বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন । সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে সারা দেশে প্রতিটি জেলায় স্বাভাবিক চলমান মোবাইল কোর্টের অতিরিক্ত প্রতিমাসে অন্তত ০১ (এক) দিন জেলা প্রশাসন, বিআরটিএ, জেলা পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশের সমন্বয়ে জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণ, ফিটনেসবিহীন ও রুট পারমিটবিহীন গাড়ী চলাচল বন্ধ, মহাসড়কে মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ, মহাসড়কে নসিমন, করিমনসহ অন্যান্য অবৈধ থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধ করতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের ১ টি, জেলা পুলিশের ১ টি এবং বিআরটিএ'র ১ টিসহ মোট ৩ টি গাড়িতে দুর্ঘটনা ও সচেতনতার বিভিন্ন শ্লোগান সম্মলিত ব্যানারসহ দিনব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিআরটিএ-র নিজেস্ব গাড়ী না থাকায় জেলা প্রশাসন কর্তৃক গাড়ীর রিক্যুইজিশন করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করা হলে সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে চালক, যাত্রী ও পথচারীসহ সকল নাগরিকের মাঝে

সচেতনতা গড়ে উঠার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি হবে এবং সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। ফলে সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ ও ফিটনেসবিহীন মোটরযানের বিরুদ্ধে বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

৩.১০ মোটরযানের কর ও ফি আদায়:

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মোটরযান কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে মোটরযান কর ও ফিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া (https://ipaybrta.brta.gov.bd) ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, ডাচ-বাংলা ও ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট রকেট, বিকাশ ও নেক্সাস কার্ড ও সিটি ব্যাংকের Amex কার্ডের মাধ্যমে কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স-টোকেন, নম্বরপ্লেট ও ডিআরসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ্যাট, এসডি, অন্যান্য এবং অগ্রিম আয়করসহ সর্বমোট ৪২১০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

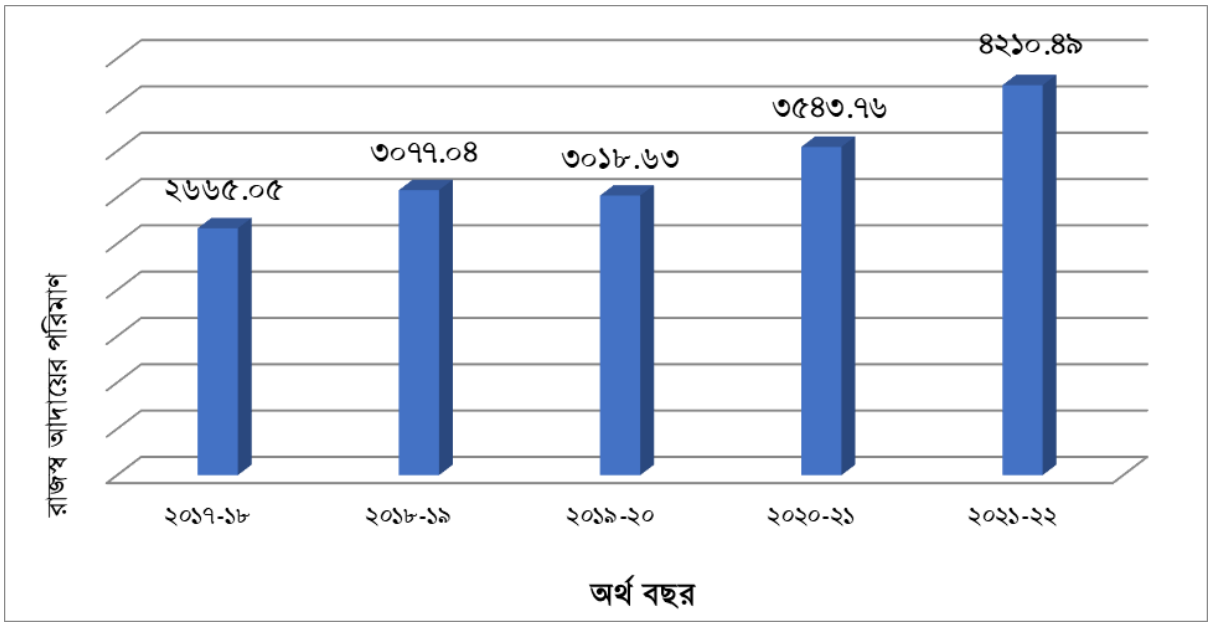

৩.১১ রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং রাইডারদের অনলাইন আবেদন:

স্বল্প দূরত্বের গণপরিবহনের অপ্রতুলতা হ্রাসকল্পে ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন অ্যাপভিত্তিক রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইনে (১) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন এবং (২) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করা যায়। এর মাধ্যমে (১) মোটরযান মালিক এবং (২) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘরে বসেই রাইড সেবাদানকারী মোটরযান ও রাইড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট করতে পারেন। ১ জুলাই ২০১৯ খ্রি: তারিখ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান সার্টিফিকেট ইস্যু কার্যক্রম শুরু হয়। রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ১৬টি প্রতিষ্ঠান পিকমি লিমিটেড, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম লিমিটেড, ওভাই সলিউশনস্ লিমিটেড, চালডাল লিমিটেড, পাঠাও লিমিটেড, ইজিয়ার টেকনোলজিস লিমিটেড, আকাশ টেকনোলজি লিমিটেড, সেজেস্টা লিমিটেড, সহজ লিমিটেড, উবার বাংলাদেশ লিমিটেড, বাডি লিমিটেড, আকিজ অনলাইন লিমিটেড, যাত্রী সার্ভিসেস লিমিটেড, ডিজিটাল রাইড লিমিটেড, এশিয়ান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক লিমিটেড ও হারিয়াপ টেকনোলজিস লিমিটেড কে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪,৫৩২ টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

৩.১২ রোড সেফটি সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের দক্ষতা ও সচেতেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মোটরযান চালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় এবং জেলা শহরে নিয়মিত লিফলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ এবং রোড শো আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিআরটিএ কর্তৃক দেশের জেলা সদরের স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো:

অর্থবছর	পেশাজীবী মোটরযানচালক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ		সভা/সেমিনার		প্রচার ও বিজ্ঞাপন		
		সংখ্যা	অংশগ্রহণ	সংখ্যা	অংশগ্রহণ	বিতরণকৃত লিফলেট	বিতরণকৃত পোষ্টার/স্টিকার	অডিও/ ভিডিও
২০২১-২০২২	৬২৯০০	৩০৯	৪৮৪৮৩	৯৬	৯৮৭২	৭৯৭৫৪১	৪৫৪৮০০	৪

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচার করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন পত্রিকায় ৪০৬টি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ১১১টি সুপারিশের মধ্যে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের নাটিকা/টিভি ফিলার তৈরি করে স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীসহ মোটরযান মালিক, চালক ও পথচারীদের মধ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ০৪টি টিভি ফিলার তৈরি করা হয়েছে এবং একটি টিভিতে প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ হতে প্রাপ্ত সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (মে পর্যন্ত) ৫০১২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪,৪৩৪ জন নিহত এবং ৪,১৬২ জন আহত হয়।

সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতামূলক রোড-শো

৩.১৩ পেশাজীবী মোটরযানচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন মোটরযান চালক তৈরীর লক্ষ্যে বিআরটিএ ২০০৮ সাল হতে পেশাজীবী মোটরযান চালকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে সারাদেশে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের ০২ দিনব্যাপী রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৬২,৯০০ জন পেশাজীবী মোটরযান চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাফিক পুলিশ, ডাক্তার, রোড সেফটি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন ।

রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় পেশাদার মোটরযান চালকদের অংশগ্রহণ

বিগত পাঁচ অর্থবছরের পেশাজীবী মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

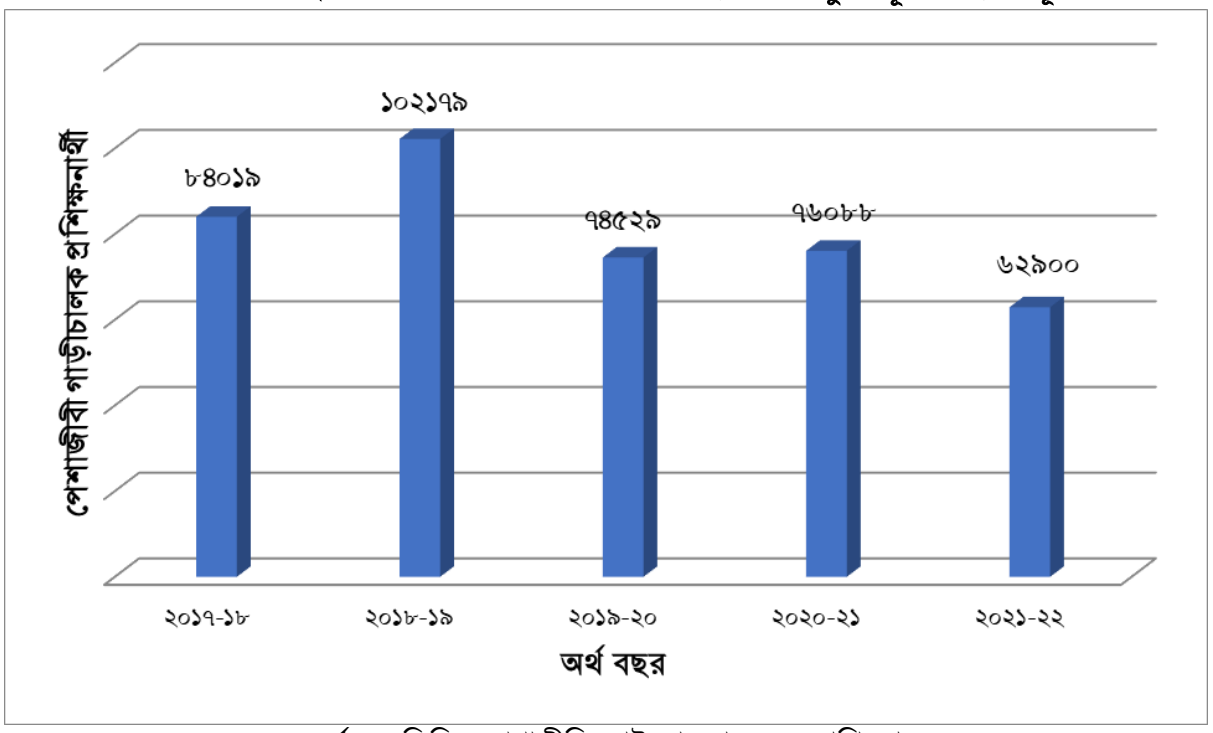

অর্থবছর ভিত্তিক পেশাজীবি মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণ

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত
২০১৫-২০১৬	২,৫৫৬	২,৪৬০	২,১৮৪
২০১৬-২০১৭	২,৬৮৮	২,৬৫২	২,০৭৮
২০১৭-২০১৮	২,৪৯৮	২,৫১৩	১,৮৭৬
২০১৮-২০১৯	৩,১২৬	৩,১৯৬	২,৯৬২
২০১৯-২০২০	৪,১৯৬	৪,০২৮	৪,১৯০
২০২০-২০২১	৫,১৪২	৪,৭৫৮	৪,৭২১
২০২১-২০২২ (মে/২২ পর্যন্ত)	৫,০১২	৪,৪৩৪	৪,১৬২

৩.১৩.১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোটরযানচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান (যেমন: পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, এনএসআই, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি) হতে মোটরযানচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে বিআরটিএ হতে প্রশিক্ষক প্রেরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২২ খ্রিঃ অর্থ বছরে ৫টি সেশনে ১৭৫ জন মোটরযানচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৩.২ ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

সড়কে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের ভ,মিকা অপরিসীম। বিআরটিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজ পত্রাদির (ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, রুটপারমিট, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি) সঠিকতা যাচাই করে এর কৌশল, সরেজমিনে ইস্যু করার পদ্ধতি এবং মোটরযান আইন ও বিধি সম্পর্কে ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তাদের বিআরটিএ সদর কার্যালয় ও ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ এর কার্যালয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ খ্রিঃ অর্থ বছরে ৭৫ জন ট্রাফিক পুলিশকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

৩.১৪ বিআরটিএ'র ভেহিক্যাল ইনস্পেকশন সেন্টার (ভিআইসি):

মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নবায়নের লক্ষ্যে মিরপুরে সেমি অটোমেটেড দুই-লেন বিশিষ্ট মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) চালু রয়েছে। ফিটনেস পরীক্ষার জন্য উক্ত ভিআইসি'টি পর্যাপ্ত না হওয়ায় একইস্থানে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আরেকটি ১২ লেন-বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদ্যমান ২-লেন ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

নির্মাণাধীন ১২ লেন-বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

১২ লেন-বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) স্থাপনের লক্ষ্যে কনসালটেন্সি সার্ভিস অর্থাৎ ভিআইসি অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয় ড্রইং, ডিজাইন ও কন্সট্রাকশন কাজের তদারকির জন্য বিআরটিএ কর্তৃক গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dexterous Consultants Ltd. এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর গত ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ১২ লেন-বিশিষ্ট ভিআইসির অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স সংক্রান্তে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান সিএনএস লি. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিভিল কাজের জন্য বিআরটিএ'র নিজস্ব জনবল না থাকায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Dexterous Consultants Ltd এর দাখিলকৃত দলিলাদির ভিত্তিতে কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্মাণ কাজ সম্পাদনে "অর্পিত কাজ" হিসেবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান এবং বিআরটিএ কর্তৃক তদারকির জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে পত্র পাওয়া যায়। সওজ কর্তৃক গত ০১/১১/২০২১খ্রি. তারিখে বর্ণিত কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয় এবং ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে Concrete & Steel Technologies Ltd.-ABAID MONSUR CONSTRUCTIONS-JV প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নির্মাণাধীন কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

নির্মানাধীন ১২ লেন-বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

৩.১৫ মাল্টিপারপাস ড্রাইভিং ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার স্থাপন:

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জসহ ৬৪টি জেলায় Vehicle Inspection Center (VIC)সহ BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও নোয়াখালী শহরে বিআরটিএ অফিস-কাম-মোটরযান চালনা পরীক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং বহুমুখী কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্গঠন করে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য সংশোধিত স্থাপত্য নকশা চেয়ারম্যান, বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদন ও প্রতিস্বাক্ষর করে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

ফরিদপুর ও রাঙ্গামাটি জেলা:

- ফরিদপুর ও রাঙ্গামাটি জেলায় জমি ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জমির ক্ষতিপূরণের টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত জমির ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। BMDTTMC স্থাপন প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও ইঞ্জিনিয়ার্স কস্ট তৈরীর জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে ০৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর ফরিদপুর জেলার ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই (Feasibility Study) কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন। গণপূর্ত অধিদপ্তর কুমিল্লা জেলার ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে গত ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই (Feasibility Study) কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন। গণপূর্ত অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি জেলার ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই (Feasibility Study) কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। ন্যাশনাল সার্ভে অর্গানাইজেশন নোয়াখালী জেলার ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই (Feasibility Study) কার্যকর্ম সম্পন্ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চাঁদপুর জেলা:

- চাঁদপুর জেলার ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসক চাঁদপুর বরাবর মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণ মোট ৩৮,৬৭,৫৮,৩৩৫.৫১ টাকা।
- ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের
মেট্রো সার্কেল অফিস পরিদর্শন

চতুর্থ অধ্যায়
অন্যান্য কার্যক্রমঃ

৪.১ বিআরটিএ পরিচালনা পরিষদ:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী বিআরটিএ পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয় সভাপতি এবং সদস্য সচিব হলেন সচিব, বিআরটিএ । অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার ৩ (তিন) জন সদস্য ও বিআরটিএ'র অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার ২ (দুই) জন সদস্য নিয়ে মোট ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠিত। প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২ মে ২০২২ তারিখে পরিচালনা পরিষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা পরিষদ কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে ক) বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, অফিস আদেশ, পত্র ইত্যাদি অনুসরণে কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা; খ) উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়ন করা; গ) কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনো কর্মকান্ড।

৪.২ ট্রাস্টি বোর্ড:

সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ বা মৃত্যুবরণকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৫৩ ধারা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত আর্থিক সহায়তা তহবিল পরিচালনার জন্য সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৫৪ ধারায় বর্ণিত ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যক্রম চালুকরণের নিমিত্ত ধারা ৫৪(৩) এবং ৫৪(১)(ঠ) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, বিআরটিএ মহোদয়কে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব এবং সচিব, বিআরটিএ মহোদয়কে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব এর দায়িত্ব প্রদান করে ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৮. ০২৬.২০.৫৩৭ নং স্মারকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যা ১২ জন। এ পর্যন্ত ট্রাস্টি বোর্ডের দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ মে ২০২২ তারিখে সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ কার্যকর হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং উহা চূড়ান্ত হলে ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হবে।

৪.৩ ইনোভেশন:

২০২১-২২ অর্থবছরের শুরু থেকেই বিআরটিএ'র বর্তমান সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআরটিএ'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থবছরের শুরুতেই ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি করে নতুন উদ্ভাবনী ধারণা, সেবা সহজিকরণ এবং সেবা ডিজিটাইজেশন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হয়। গত অর্থবছরের ৩টি ইনোভেশন নিয়ে কাজ করা হয়। (১) **উদ্ভাবনী ধারণার নাম**: ডিলার/শো-রুম কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন বিএসপি'র মাধ্যমে অনলাইনে ডাটা এন্ট্রির পাশাপাশি ক্রেতা ইচ্ছা করলে যাতে নিজে নিজেই আবেদন দাখিল করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি। (২) **সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ:** মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (মালিকানা বদলী সহজীকরণের নিমিত্তে) (৩) **সেবা ডিজিটাইজেশন**: মোটরযানের মালিকানাবদলীর নাগরিক সেবার আবেদনপত্র বিআরটিএ সার্কেল অফিসে জমা রাখার ক্ষেত্রে সিস্টেম জেনারেটেড একনলজেমেন্ট স্লিপ প্রদান।

৪.৪ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:

২০২১-২২ অর্থবছরের ১৬টি বিষয়ের উপরে মোট ১২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

৪.৫ বিআরটিএ'র আর্কাইভ:

বিআরটিএ'র গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ডিজিটাল উপায়ে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে দ্রুত যাচাই করত গ্রাহকসেবা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে তদানিন্তন সড়ক বিভাগের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের চলমান বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি বিষয় সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর ৭ নং সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় যে, "বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি /রেকর্ডপত্র/দলিল দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণের নিমিত্ত ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন"। এছাড়া এ অথরিটি'র সার্কেল অফিসসমূহ কর্তৃক মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিলিপিসহ বিভিন্ন কাজ নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে মোটরযানের কাগজপত্র যাচাই করার প্রয়োজন। মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজড হলেও রেজিস্ট্রেশনের সময় দাখিলকৃত কাগজপত্রসহ ও পরবর্তীতে সম্পাদিত বিভিন্ন কাজের জন্য জমাকৃত কাগজপত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেই যা দ্রুত গ্রাহকসেবা প্রদানের জন্য অত্যাবশ্যক। এ কারণেই বিভিন্ন সার্কেল অফিসে মালিকানা পরিবর্তনজনিত বিপুল সংখ্যক আবেদন দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। এ ব্যবস্থা থেকে উত্তোরণের নিমিত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযানের কাগজপত্র সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে দ্রুত প্রদর্শনের ব্যবস্থা সম্বলিত সিস্টেম তৈরি ও পরিচালনার জন্য পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ করে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান সিএনএস লি: এর সাথে ক্রয়চুক্তিটি সম্পন্ন করা হয়। ২ (দুই) বছরের মধ্যে তিনটি মেট্রো সার্কেলে মোট সম্ভাব্য ৩,৫৬,৩৩,৯৫০ (তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) পৃষ্ঠা স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জুন ২০২২ পর্যন্ত স্ক্যান হয়েছে ১,৭৫,৭২,৯৮৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসের নিজস্ব ভবনে আলোকসজ্জা, ড্রপডাউন ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার ও পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

খ) বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি সম্বলিত বিশেষখাম ব্যবহার হয়েছে।

গ) গত ০৬/১২/২১ খ্রি: তারিখে বিআরটিএ কর্মকর্তা/কর্মচারীর রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত রক্তদান কর্মসূচি উপলক্ষ্যে বিআরটিএ'র ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক রক্তদান করা হয়।

ঘ) গত ২১/১২/২০২১ খ্রি: তারিখে বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তান/সন্ততিদের শ্রেণীভিত্তিক অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আত্মজীবনী ও কীর্তি বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণি, নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণি এবং দ্বাদশোর্ধ তিন গ্রুপে মোট ১২ জন সন্তান/সন্ততিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ঙ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সারাদেশে "নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান" এবং "বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো" সম্বলিত স্টিকারসহ সর্বমোট ৫,৯৩,৫১৮ টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

চ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সারাদেশে বিআরটিএ কর্তৃক ৭,৯৭,৫৪১টি লিফলেট, ৪,৫৪,৮০০টি স্টিকার/পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান আছে।

ছ) জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকারী পত্রে জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে।

জ) ১৭ই মার্চ, ২০২২ জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে স্কুল/মাদ্রাসায় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি পালন করা হয়।

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে স্কুল/মাদ্রাসায় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি

৫.২ সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিঃ

ক) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

খ) বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

গ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সরকারী পত্রে বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী লোগো ব্যবহার করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ১৪/১২/২০২১ এবং ১১/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখ রোড শো এবং সেবা সপ্তাহের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রোড শো

৫.৩ মুজিব কর্ণার স্থাপন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ে বিআরটিএ ভবনের নীচ তলায় 'মুজিব কর্ণার' নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও গুরুত্বপূর্ণ ছবিসহ মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিষয়াদি মুজিব কর্ণার এ যুক্ত করা হয়েছে। এভাবেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ছোঁয়ায় সযত্নে তুলে ধরা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বিআরটিএ ভবনে স্থাপিত মুজিব কর্ণার

৬ষ্ঠ অধ্যায়

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

৬.১ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয়:

আধুনিক যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যপকতা দেশের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি নিশ্চিত করা সম্ভব। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা, ন্যায়পরায়নতা বৃদ্ধি করা, দ্রুত সরকারী সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছানো নিশ্চিত করতে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি-কে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ২য় বিষয় হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা। বিআরটিএ'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই- গভর্নেন্স জনসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ততা পর্যায়ক্রমে আরো বাড়াতে হবে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা আধুনিক বিশ্বে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চৌকস কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। যদিও বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রটি নতুন তবুও বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে এই পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ঐ প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। স্বাভাবিক ভাবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সফটওয়্যার এর মাধ্যমে এক নিমিষেই কর্মী ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী সকল কর্মীদের চাকুরিকালীন সময়ে তার অফিস সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এর গুরুত্ব অপরিসীম।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে যে সকল বিষয় সংযোজিত রয়েছে তা নিম্নরুপঃ

- ই-রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- হাজিরা ম্যানেজমেন্ট
- পে-রোল ম্যানেজমেন্ট
- ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- ছুটি ম্যানেজমেন্ট
- বদলী ম্যানেজমেন্ট
- মূল্যায়ন ম্যানেজমেন্ট
- পদোন্নতি ম্যানেজমেন্ট
- ইমপ্লয়ী মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট (সিসি ক্যামেরা মাধ্যমে)

বিআরটিএ'র কাজে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার' ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত টেন্ডারারকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং এর কার্যক্রম আগস্ট ২০২১ মাসের মধ্যে শেষ হবে।

৬.২ হেড অফিসে 'বায়োমেট্রিক্স উপস্থিতি' সিস্টেম চালু:

যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান চাকরি আইন ২০১৮ ও সরকারী কর্মচারী বিধিমালা ২০১৯ (নিয়মিত উপস্থিতি) অনুযায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য বাধ্যতামূলক। বিআরটিএ'র কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ,মানসম্মত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহনের নিমিত্ত 'বায়োমেট্রিক্স উপস্থিতি' সিস্টেম চালু করা হয়েছে যা ২৩/০৮/২০২০তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিআরটিএ ভবনের নীচতলায় স্থাপিত বায়োমেট্রিক্স হাজিরা আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করে সময়মতো অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এতে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের অফিসে আগমন ও প্রস্থানের সময় রেকর্ডভুক্ত থাকে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি/হাজিরা মনিটরিং করা হয়। এছাড়াও বিআরটিএ'র বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসসমূহে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৩ বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ব্যতীত অন্যান্য সকল শাখা অফিসে 'বায়োমেট্রিক্স উপস্থিতি' সিস্টেম চালু:

বিআরটিএ'র সকল অফিসে কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ,মানসম্মত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ব্যতীত অন্যান্য যে ৭৭টি শাখা অফিস রয়েছে সে সকল শাখা অফিসের জন্য ৮০ টি "বায়োমেট্রিক্স এটেন্ডেন্স ডিভাইজ"-এর ক্রয় প্রক্রিয়া ইজিপি সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইজিপি সিস্টেমে মুল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গত ১৯/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে নির্বাচিত (Responsive) টেন্ডারার বরাবর Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নির্বাচিত টেন্ডারার কার্যক্রম শুরু করেছে।

৬.৪ হেড অফিস হতে বিভাগীয়, মেট্রো ও জেলা সার্কেল অফিসের দাপ্তরিক কাজ মনিটরিং:

বিআরটিএ'র কাজে আরো গতিশীলতা আনয়ন ও দালালমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইমপ্লয়ী মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট ও ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডেভেলপ এবং প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার যথা ডিভিয়ার মেশিন ,সিসি ক্যামেরা, কম্পিউটার রাউটার, ইএমএস সিস্টেম, টিভি মনিটর, ইউপিএস, প্রসেস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্রয় এবং ইন্সটল করার মাধ্যমে হেড অফিস হতে ৭৭ টি সার্কেল ও বিআরটিএ অফিসের দাপ্তরিক কাজ মনিটরিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ওটিএম পদ্ধতিতে এ অথরিটি'র জন্য হেড অফিস ও ৭৭ টা শাখা অফিসের জন্য ভিজিটর /ইমপ্লয়ী' মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস ক্রয় করার নিমিত্ত TOR তৈরি এবং বাজার মুল্য যাচাই করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন ও কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতের জন্য ৩ সদস্যের কারিগরি ও দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিআরটিএ'র সার্কেল অফিস ব্যতীত অন্যান্য সকল অফিসের জন্য ২৮৬ টি সিসি ক্যামেরা, বিআরটিএ সদর কার্যালয় থেকে এসব সিসি ক্যামেরা সরাসরি মনিটরিং করার নিমিত্ত ৫টি ৫৫ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি/মনিটর, সব সিসি ক্যামেরার সাথে হেড অফিসের সংযোগের স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা কানেক্টিভিটিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসের ক্রয় প্রক্রিয়া ইজিপি সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইজিপি সিস্টেমে মুল্যায়ন শেষে গত ১৯/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে নির্বাচিত (Responsive) টেন্ডারার বরাবর Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে এবং সকল সার্কেল অফিসের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন প্রক্রিয়া অচিরেই সম্পন্ন হবে।

৬.৫ ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ক্রয়:

বিআরটিএ'র কাজে আরো গতিশীলতা আনয়ন ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ অথরিটি'র জন্য হেড অফিস ও সার্কেল অফিসের জন্য (হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার) ভিজিটর মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস/ইমপ্লয়ী'' ক্রয় করার নিমিত্ত TORতৈরি এবং বাজার মূল্য যাচাই করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন ও BoQ প্রস্তুতের জন্য ০৪ সদস্যের কারিগরি ও দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের 'ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ক্রয়ের টেন্ডার আহ্বানের নিমিত্ত দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছে। বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের 'ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ক্রয় কাজটি RFQ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

৬.৬ হেল্প ডেস্কঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরটিএ'র গ্রাউন্ড ফ্লোরে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

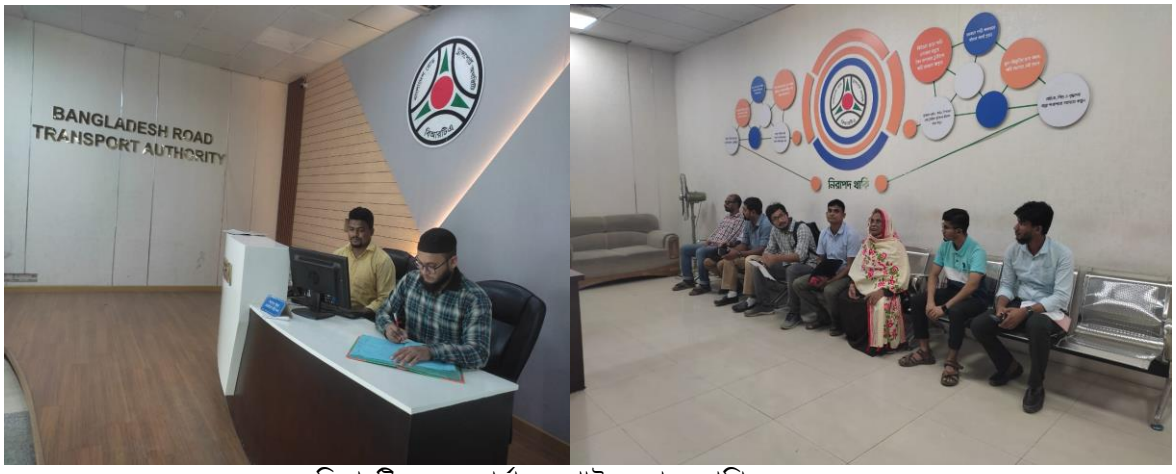

বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্থাপিত হেল্প ডেস্ক

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা:

- বিআরটিএ'র সেবা সহজীকরণের জন্য সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা;
- উপজেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- ঢাকার ইকুরিয়া, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ৪টি ভিআইসি চালুকরণ ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ভিআইসি স্থাপন;
- স্বল্প মেয়াদে বৃহত্তর ১৭ জেলায় BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন;
- মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিআরটিএ'র অবশিষ্ট প্রতিটি মেট্রো ও জেলা সার্কেল অফিসে BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন;
- বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে মিডিয়া ও পাবলিকেশন, ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং, গবেষণা ও উন্নয়ন, রোড এক্সিডেন্ট ডাটা এনালাইসিস, প্রকিউরমেন্ট এবং রাইড শেয়ারিং এর জন্য পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর ৬ (ছয়) টি নতুন পৃথক শাখা চালু করা;
- বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন চালুকরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন।

৭.২ চ্যালেঞ্জসমূহ:

- অপর্যাপ্ত জনবল;
- এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা;
- বিআরটিএ'র সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনয়ন;
- জেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র নিজস্ব অফিস ভবন না থাকা;
- মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা (লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক) গ্রহণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো (যেমন; ড্রাইভিং ট্র্যাক, র‍্যাম্প, পরীক্ষার হল, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরযান) না থাকা। আহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

অষ্টম অধ্যায়

৮.১ সংযুক্তি-১: বিআরটিএ সদর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ২০২১-২২ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

মাসের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সীর নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
জুন'২১	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষন	০২-০৬-২০২১ হতে ০৩-০৬-২০২১ (২ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	২৮ জন
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) সংক্রান্ত প্রশিক্ষন	০৮-০৬-২০২১ (০১দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	২০ জন
	২০২০-২১ অর্থবছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) এর কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে" সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন মোটরযান অকেজো ঘোষনা ও মোরামত" সংক্রান্ত ভার্চুয়াল প্রশিক্ষন	১৭-০৬-২০২১ (৩ ঘন্টা)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	১৮৫ জন
	২০২০-২১ অর্থবছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) এর কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে" বিএসপিতে একাউন্ট খোলা এবং ফিটনেস নবায়নের জন্য এ্যাপয়েন্টম্যন্ট গ্রহণ" সংক্রান্ত ভার্চুয়াল প্রশিক্ষন	২৮-০৬-২০২১ (৩ঘন্টা)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	১৩৮ জন
মে'২১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ও সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯	২৭-০৫-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	৩৩ জন
মার্চ'২১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা, ই-নথি ও সরকারী চাকরি আইন ২০১৮	১০-০৩-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	২৭ জন
	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা	২১-০৩-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	২০ জন
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	২৭-০৩-২০২১	বিআরটিএ সদর	১৯ জন

মাসের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সীর নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ ও সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	(০১ দিন)	কার্যালয়	
ফেব্রুয়ারি'২১	বিআরটিএ'র বিভাগীয় উপপরিচালক (ইঞ্জি:)গণ ও সার্কেলে কর্মরত সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:)গণকে নথি ও অফিস ব্যবস্থাপনা এবং চাকুরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৭-০২-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	৩০ জন
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন/শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০-০২-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	৩০ জন
জানুয়ারি'২১	বিআরটিএ'র সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নে খসড়া কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে কর্মশালা	০৩-০১-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	১৭ জন
	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে কর্মশালা	১৯-০১-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	১৩ জন
	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির দুই দিনের প্রশিক্ষণ	২২-০১-২০২১ হতে ২৩-০১-২০২১ (০২ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	১৯ জন
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (২০২০-২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭-০১-২০২১ (০১ দিন)	বিআরটিএ সদর কার্যালয়	৩০ জন

৮.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ এর অর্জন

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	মোটরযান ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন	২৫	[১.১] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রণ ও বিতরণ	[১.১.১] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৫	৪.০	৩.৮	৩.৬	৩.৪	৩.২	৭.৮৫	১০০	৫	৫
				[১.১.২] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৪	৩.০	২.৮	২.৭	২.৬	২.৫	৭.৮৫	১০০	৪	৪
			[১.২] মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু	[১.২.১] ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	দিন	৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৩৫.০১	১০০	৪	৪
			[১.৩] মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন	[১.৩.১] এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ফিটনেস নবায়ন পদ্ধতি চালুকৃত মেট্রো/জেলা সার্কেল	সংখ্যা	৪	১০	৯	৮	৭	৬	১২	১০০	৪	৪
				[১.৩.২] নবায়নকৃত মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	দিন	৪	২	১				২	১০০	৪	৪
			[১.৪] মোটরযানের নথিসমূহের ডিজিটাল আর্কাইভকরণ	[১.৪.১] আর্কাইভকৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৪	৯০	৮৫	৮২	৭৭	৭৫	১০৩.২৯	১০০	৪	৪

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
২	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ	২৫	[২.১] পেশাদার চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত [রিফ্রেশার] পেশাদার চালক	সংখ্যা (হাজার)	৫	৬০	৫৮	৫৫	৫২	৫০	৬২.৯	১০০	৫	৫
			[২.২] জনসচেতনতা সৃষ্টি	[২.২.১] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৪	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	৯২	১০০	৪	২.৪
				[২.২.২] সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪			১৪	১০০	৪	৪
				[২.২.৩] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারকৃত জনসচেতনতামূলক অডিও/ভিডিও	সংখ্যা	৪	৪	৩	২			৪	১০০	৪	৪
			[২.৩]মোবাইলকোর্ট পরিচালনা	[২.৩.১] পরিচালিত অভিযান	সংখ্যা	৪	১৭০০	১৬৮০	১৬৬০	৬৪০	১৬০০	২৪৫০	১০০	৪	৪
			[২.৩]মোবাইলকোর্ট পরিচালনা	[২.৩.২] রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৪	১৩০০০	১২৭০০	১২৫০০	১২৩০০	১২০০০	১৮৯৮৭	১০০	৪	৪
৩	রাজস্ব আদায়	১০	[৩.১] মোটরযান কর ও ফি আদায়	[৩.১.১] ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়ের প্রবৃদ্ধি (২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায়)	%	৫	৬.৭	৫.৩	৩.৩	২		১০.০৫	১০০	৫	৫
			[৩.২]মোবাইলকোর্ট	[৩.২.১] মোবাইল কোর্ট হতে প্রাপ্ত জরিমানার অর্থ	টাকা (লক্ষ)	৫	২০০	১৯০	১৮০	১৭০	১৬০	৩৯৩.৭৩	১০০	৫	৫

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৪	বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন	১০	[৪.১] গণশুনাণী	[৪.১.১] অনুষ্ঠিত গণশুনানী	সংখ্যা	৪	৩	২				৩	১০০	৪	৪
			[৪.২] সেবার মান উন্নয়নে কমকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.২.১] কমকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনকৃত	তারিখ	৩	২০-০৬-২০২২	২৩-০৬-২০২২	২৭-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		৩০-০৫-২০২২	৮৯.৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩	২.৬৮	৩
			[৪.৩] সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	[৪.৩.১] সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন	সংখ্যা	৩	৩	২	১			৩	১০০	৩	৩

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫০	১০০	১০	৯.৩
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫০	১০০	১০	৯.৪
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						২৫	১০০	৪	৩.১৪
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						২৫	১০০	৩	৩
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						২৫	১০০	৩	২.৬৪
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	৯৯.৬৮	৯৫.৮৮

*সাময়িক (provisional) তথ্য

৮.৩ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অর্জন

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ (বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন)

দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

কার্যক্রমের নাম		কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা…………………………………..														
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন		সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪	৪ টি সভা আয়োজিত হয়েছে।
							অর্জন	১	১	১	১			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬	শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।
							অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা		অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	২	লক্ষ্যমাত্রা			১	১	২	২	২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
							অর্জন			১	১			
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন--------------------------------														
১.৪.১	ক) সরকারী কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ খ) সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ গ) সরকারী চাকরী আইন, ২০১৮	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৭ টি ২২০ জন	লক্ষ্যমাত্রা		৩০		৩০	৭ টি ২৮৯ জন	২	৭ টি ব্যাচে ২৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থী কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
							অর্জন		৩১		৩৩			
১.৪.২	ক) সুশাসন/শুদ্ধাচার খ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি						লক্ষ্যমাত্রা	৩০		৩০				
							অর্জন	৩১		৩৪				
১.৪.৩	ক) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ খ) ই নথি গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ						লক্ষ্যমাত্রা		৩০		৩০			
							অর্জন		৩২		৩১			
১.৪.৪	ক) পিপিএ, ২০০৬ ও খ) পিপিআর, ২০০৮						লক্ষ্যমাত্রা			৪০				
							অর্জন			৯৭				

C:\Users\Hp\Box Sync\Marnuj\শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সকল পত্র ও বেঞ্চমার্ক\জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২১-২০২২ কর্মপরিকল্পনা\জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ৪র্থ কোয়ার্টার.doc

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	পরিচালক (প্রশাসন)								২	
(ক) অফিসে প্রচলিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের (মাস্ক পরিধান, হ্যান্ড সেনিটাইজার এর ব্যবস্থা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, ওয়াশ রুম পরিচ্ছন্ন থাকা) বিষয়ে পরিবীক্ষণ	স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পরিবীক্ষণকৃত				১২টি (প্রতিমাসে দ্বৈচয়ন ভিত্তিতে ১দিন)	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৩	৩	৩	১২		প্রতি মাসে ১টি ১২ মাসে ১২ টি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
						অর্জন	৩	৩	৩	৩			
(খ) অব্যবহৃত অকেজো মালামাল বিক্রয়/ বিনষ্টকরণ	অকেজো মালামাল বিক্রয়/ বিনষ্টকরণকৃত				১ ৩০.০৬.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা				১ ৩০.০৬.২০২২	১ ৩০.০৬. ২০২২		বাস্তবায়িত হয়েছে।
						অর্জন				১ ৩০.০৬.২২			
(গ) পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত				২ ২০.১২.২০২১ ৩০.০৬.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা		১ ২০.১২.২১		১ ৩০.০৬.২০২২	২ ২০.১০.২১ ১৮.০৬.২২		পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
						অর্জন		১ ২০.১০.২০২১		১ ১৯.০৬.২২			
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১০.০৭.২০২১ ১৭.১০.২০২১ ১৬.০১.২০২২ ১৭.০৪.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	১০.০৭.২০২১	১৭.১০.২০২১	১৬.০১.২০২২	১৭.০৪.২০২২	২৮.০৭.২১ ১৩.১০.২১ ১৬.০১.২২ ১২.০৪.২২	১	কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল ও আপলোড করা হয়েছে
						অর্জন	২৮.০৭.২০২১	১৩.১০.২০২১	১৬.০১.২০২২	১২.০৪.২০২২			
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩০.০৭.২০২১ ৩১.১০.২০২১ ৩০.০১.২০২২ ৩০.০৪.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৭.২০২১	৩১.১০.২০২১	৩০.০১.২০২২	৩০.০৪.২০২২	০৬.০৭.২১ ২৭.১০.২১ ৩০.০১.২২ ২৮.০৪.২২	৪	৪ টি ফিডব্যাক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
						অর্জন	০৬.০৭.২০২১	২৭.১০.২০২১	৩০.০১.২০২২	২৮.০৪.২০২২			
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	পরিচালক (প্রশাসন) প্রোগ্রামার	৩০.০৬.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা				৩০.০৬.২০২২	২৫.০৬.২২	১	পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
						অর্জন				২৫.০৬.২২			
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল)	৩০.০৯.২০২১ ৩১.০৩.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৯.২০২১		৩১.০৩.২০২২			২	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।
						অর্জন	১৩.০৯.২০২১		১৪.০৩.২০২২				

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা			লক্ষ্যমাত্রা					--	২	কার্যক্রম না থাকায় পূর্ণ নম্বর অর্জিত হয়েছে।
						অর্জন							
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%			লক্ষ্যমাত্রা					--	২	
						অর্জন							
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা					--	২	
						অর্জন							
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....২০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ গণশুনানী	অনুষ্ঠিত গনশুনানী	৪	সংখ্যা ও তারিখ	পরিচালক (ইঞ্জি:)	২ ১৫.১২.২০২১ ১৬.০৫.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা		১ ১৫.১২.২০২১ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, মিরপুর ১৩		১ ১৬.০৫.২০২২ সিলেট সার্কেল, সিলেট	২ ১৫.১২.২১ ১৬.০৫.২২	৪	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২ টি গনশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
						অর্জন		১ ১৫.১২.২০২১		১ ১৬.০৫.২০২২			
৩.২ ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক অভিযান পরিচালনা	পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	৪	সংখ্যা	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)	২০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	২৪৫০	৪	লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০০ ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে ২৪৫০ টি
						অর্জন	৬১০	৭২৬	৫৫২	৫৬২			
৩.৩ বিআরটিএ-র বিভিন্ন জনবান্ধব ও জনসচেতনতামূলক সেবা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচার	পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	৪	সংখ্যা	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)	২৫০	লক্ষ্যমাত্রা	৬০	৭০	৬০	৬০	৩৭১	৪	লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫০ টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অর্জিত হয়েছে ৩৭১ টি
						অর্জন	৯৩	১২৬	৮৫	৬৭			
৩.৪ মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্ত সিস্টেম জেনারেটেড (Automated) আবেদন পত্র সরবরাহের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ	সিস্টেম জেনারেটেড আবেদন পত্র সরবরাহ শুরু	৪	তারিখ	পরিচালক (অপারেশন)	২০.০৯.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	২০.০৯.২০২১				১৮.০৭.২১	৪	বাস্তবায়িত হয়েছে।
						অর্জন	১৮.০৭.২০২১						
৩.৫ ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মালিকানা বদলী সেবাসমূহ সহজীকরণ সংক্রান্ত বিশেষ সভা	বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত	৪	সংখ্যা	পরিচালক (ইঞ্জি:)	৩	লক্ষ্যমাত্রা		১	১	১	৩	৪	বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
						অর্জন		১	১	১			
										মোট অর্জিত নম্বর		১০০	

০৫.০৭.২২

মো: হেমায়েত উদ্দিন
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ফোনঃ ৫৫০৪০৭২২

৮.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন* ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] মোটরযান ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন	২৫	[১.১] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রণ ও বিতরণ	[১.১.১] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রণ	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	৫		৪.০	৪.৫	৪.৩	৪.২	৪.১	৪.০	৫.০	৫.৫
			[১.১.২] স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	৪		৩.০	৩.৫	৩.৪	৩.৩	৩.২	৩.০	৪.০	৪.৫
		[১.২] মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু	[১.২.১] ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	গড়	দিন	৪	৪০	৩৫	৩০	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	২৮	২৫
		[১.৩] মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন	[১.৩.১] এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ফিটনেস নবায়ন পদ্ধতি চালুকৃত মেট্রো/জেলা সার্কেল	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	৪	৪	১০	২৯	২৭	২৬	২৫	৫০	৭০	
			[১.৩.২] নবায়নকৃত মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	গড়	দিন	৪	৩	২	১	২				১	১
		[১.৪] মোটরযানের নথিসমূহের ডিজিটাল আর্কাইভকরণ	[১.৪.১] আর্কাইভকৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা (লক্ষ)	৪	৭০	১৬০	২৮০	২৭৫	২৭৩	২৭১	২৭০	৩৫৭	
[২] সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ	২৫	[২.১] পেশাদার চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত [রিফ্রেশার] পেশাদার চালক	সমষ্টি	সংখ্যা (হাজার)	৪	৮০	৬০	৬৬	৬৫	৬৪	৬৩	৬১	৭০	৭৫
		[২.২] জনসচেতনতা সৃষ্টি	[২.২.১] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৭০	৭০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১২০	১২৫

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন* ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
			[২.২.২] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা (ধরণ)	৩		৬	৮	৭	৬	৫		১০	১২
			[২.২.৩] ইলেকট্রনিক মিডিয়া/টিভি চ্যানেলে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক অডিও/ভিডিও প্রচারকৃত	সমষ্টি	সেকেন্ড	৩			১২০০	১১৮০	১১৬০	১১৪০	১১০০	১৪০০	১৬০০
			[২.২.৪] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক লিফলেট/পোস্টার বিতরণকৃত	সমষ্টি	লক্ষ	৩			৬	৫.৮	৫.৬	৫.৪	৫.০	৬.৫	৭.০
		[২.৩] মোবাইলকোর্ট পরিচালনা	[২.৩.১] পরিচালিত অভিযান	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	১৬০০	১৭০০	১৭৫০	১৭৪০	১৭৩০	১৭২০	১৭০০	১৮০০	১৮৫০
			[২.৩.২] রুজুকৃত মামলা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪			১২	১১	১০			১২	১২

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন* ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[৩] বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন	১৪	[৩.১] সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	[৩.১.১] সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন	সমষ্টি	সংখ্যা	৬		৩	৬	৪	৩	২	৭	৮	৫
		[৩.২] অনলাইনে বিআরটিএ'র সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি /নির্দেশিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত	[৩.২.১] অনলাইনে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ধরণের সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি /নির্দেশিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪			৪	৩	২			৫	৬
		[৩.৩] সেবার মান উন্নয়নে কমকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৩.৩.১] বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রম/সেবা সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪			৩	২				৪	৫
[৪] রাজস্ব আদায়	৬	[৪.১] মোটরযান কর ও ফি আদায়	[৪.১.১] ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়ের প্রবৃদ্ধি (২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায়)	গড়	%	৬		৬.৭	৮	৭.৮	৭.৫	৭.৩	৭.০	৮.৫	৯

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন* ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
		[১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর লক্ষমাত্রা

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩							মন্ত
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	পরিচালক (প্রশাসন)									
(ক) অব্যবহৃত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ	অকেজো মালামাল বিক্রয়/ বিনষ্টকরণকৃত				১ ২৫.০৬.২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা				১ ২৫.০৬.২০২৩			
						অর্জন							
(খ) পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত				২ ১০.০৮.২২ ২০.১২.২২ ১৫.০২.২৩ ২০.০৬.২৩	লক্ষ্যমাত্রা	১ ১০.০৮.২২	১ ২০.১২.২২	১ ১৫.০২.২৩	১ ২০.০৬.২০২৩			
						অর্জন							
(গ) মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থাকরণ	পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা গৃহীত				১ ২৫.০৯.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	১ ২৫.০৯.২০২২						
						অর্জন							
১.৬ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৭.১০.২২ ১৬.০২.২৩ ১৭.০৭.২৩	লক্ষ্যমাত্রা		১৭.১০.২০২২	১৬.০২.২০২৩	১৭.০৭.২০২৩			
						অর্জন							
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ..... (১৫)													
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল)	৩১.০৭.২০২২ রাজস্ব বাজেট	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.২০২২						
						অর্জন							
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনাসহ)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	৩০%	৫০%	১০০%			
						অর্জন							
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%		১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২০%	৪৫%	৬৫%	১০০%			
						অর্জন							
২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা			লক্ষ্যমাত্রা						প্রযোজ্য নয়।	
						অর্জন							
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা						প্রযোজ্য নয়।	
						অর্জন							

C:\Users\BRTA\Box\Marzuj\শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সকল পত্র ও রেফারেন্স\জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২২-২০২৩ এর আলে-১\জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ মার্চ.doc

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৮ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ সরকারি যানবাহন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহনসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩	সংখ্যা	পরিচালক (প্রশাসন)	১০ টি গাড়ী ২৫.০৬.২৩ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল	লক্ষ্যমাত্রা				২৫.০৬.২০২৩			
						অর্জন							
৩.২ গণশুনাণী	অনুষ্ঠিত গনশুনাণী	৫	সংখ্যা ও তারিখ	পরিচালক (ইঞ্জি:)	২ ১৫.১২.২০২২ ১৪.০৫.২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা		১ ১৫.১২.২০২২ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২, ইকুরিয়া		১ ১৪.০৫.২০২৩ সিলেট সার্কেল, সিলেট			
						অর্জন							
৩.৩ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো সার্কেলগুলোতে দালাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা	পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	৫	সংখ্যা	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)	৪০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০			
						অর্জন							
৩.৪ বিআরটিএ-র বিভিন্ন জনবান্ধব ও জনসচেতনতামূলক সেবা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোস্যাল মিডিয়ায় জনবান্ধব ও জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	৫	সংখ্যা	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)	২১০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৬০	৫০	৫০			
						অর্জন							

নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১১

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩
(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ের অফিসের জন্য)

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮	৯	১০
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ /ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩
			[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	১৩/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	--	---
				[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	তারিখ	৭	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩
			[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৪	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%
			[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩১/১০/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৯/১২/২০২২
				[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	---	১	- -	--
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	৩	--	২	--
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	--	--
				[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৫৫%	৫০%
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩
				[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	২	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	২৮/০২/২০২৩

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮	৯	১০
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	৩১/০৫/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩	--	--	----

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক	১৪	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ও জিআরএস সফটওয়্যারে হালনাগাদকৃত/ আপলোডকৃত	সংখ্যা	৪			৪	৩			
		[১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	[১.২.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৭			৯০	৮০	৭০	৬০	
		[১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[১.৩.১] মাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	%	৩			৯০	৮০	৭০	৬০	
পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা অর্জন	১১	[২.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.২.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	-	-	৪	৩	২	১	
		[২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	-	-	২	১	-	-	-
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪			২	১			

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক	১৮	[১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন	[১.১.১] কমিটি পুনর্গঠিত	সংখ্যা	৩			৪	৩	২	১	
		[১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.৩.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত	%	৪			৯০	৮০	৭০	৬০	
		[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন	[১.২.১] সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২			৪	৩	২	১	
		[১.৪] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ)	[১.৪.১] হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৯			৪	৩	২	১	
সক্ষমতা অর্জন	৭	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	-	-	২	১	-	-	-
		[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	-	-	২	১			

তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (সকল সরকারি অফিসের জন্য প্রযোজ্য)

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক	৬	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	০৬			১০০%	৯০%	৮০%	-	-
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৯	[১.২] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০৪			৩১-১২-২০২২ ও ৩০-০৬-২০২২	- -	- -	- -	- -
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০৩			১৫-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	৩০-১১-২০২২	-	-
		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/ হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	০৩			৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	-	-
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	০৪			৩	২	১	-	-
		[১.৬] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	০৩			৩	২	১	-	-
		[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ	[১.৭.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত	সংখ্যা	০২			৪	৩	২	১	

সিটিজেন চার্টার:

২। প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১। নাগরিক সেবা:

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (পেশাদার ও অপেশাদার)	বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে (bsp.brta.gov.bd) রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন করে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিল।	(১) আবেদনকারীর ছবি (সর্বোচ্চ ১৫০ কে.বি); (২) রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট (সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি); (৩) জাতীয় পরিচয়পত্রের স্ক্যান কপি (সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি); (৪) ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ/টেলিফোন/পানির বিল) বিলের স্ক্যান কপি (সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি), [আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ঠিকানা যদি ভিন্ন হয় তবে বর্তমান ঠিকানার ইউটিলিটি বিল/যথাযথ প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে]; (৫) বিদ্যমান ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্ক্যান কপি [ড্রাইভিং লাইসেন্সের নবায়ন/শ্রেণী পরিবর্তন/শ্রেণী সংযোজন/ লাইসেন্সের ধরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] (সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি);	(১) মোটরসাইকেল/ থ্রি-হুইলার/ হালকা মোটরযান - ৩৪৫/- টাকা (২) ক্রমিক ১ এর যেকোন দুই ক্যাটাগরি মোটরযান - ৫১৮/-টাকা। [বি:দ্র: অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ প্রযোজ্য]	০১ দিন	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
২।	লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (পেশাদার)	বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে (bsp.brta.gov.bd) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের পুনঃপরীক্ষার জন্য আবেদন দাখিল।	(১) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র।	মেয়াদ উত্তীর্ণ শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ফি ৮৭/- টাকা।	০১ দিন	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
৩।	ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার)	বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করবে।	(১) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদ; (২) পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফর্ম (লিংক: অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স) (৩) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ, (৪) পূর্বে জমাদানকৃত মেডিকেল সার্টিফিকেটের মেয়াদ ০৬ মাস অতিক্রান্ত হলে পুনরায় রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল; (৫) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজ ০২ কপি রঙ্গীন ছবি;	স্মার্ট কার্ড অপেশাদার লাইসেন্স ২৫৪২/- টাকা। [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা) অথবা (ক্লিক করুণ - অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে)]	৩০ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
৪।	ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (পেশাদার)	বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু লাইসেন্স ইস্যু করবে।	(১) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদ; (২) পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফর্ম (লিংক: পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফরম) (৩) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ, (৪) পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য নির্ধারিত	স্মার্ট কার্ড অপেশাদার লাইসেন্স ২৫৪২/- টাকা। [ফি জমাদানের জন্য ব্যাংকের তালিকাঃ	৩০ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			ফরমে আবেদন। (৫) পূর্বে জমাদানকৃত মেডিকেল সার্টিফিকেটের মেয়াদ ০৬ মাস অতিক্রান্ত হলে পুনরায় রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল; (৬) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ০২ কপি রঙ্গীন ছবি;	(ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা)]		সার্কেল অফিস
৫।	ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (অপেশাদার)	ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (অপেশাদার) নবায়নের জন্য গ্রাহককে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হয়।	(১) পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফর্ম (লিংকঃ অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফর্ম); (২) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ, (৩) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজ ০১ কপি রঙ্গীন ছবি;	স্মার্ট কার্ড অপেশাদার লাইসেন্স ২৫৪২/- টাকা। [ফি জমাদানের জন্য ব্যাংকের তালিকাঃ (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা)]	৩০ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
৬।	ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (পেশাদার)	ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (পেশাদার) নবায়নের জন্য গ্রাহককে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হয়।	(১) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদ; (২) পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফর্ম (পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ফর্ম); (৩) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ, (৪) রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল; (৫) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজ ০১ কপি রঙ্গীন ছবি;	স্মার্ট কার্ড পেশাদার লাইসেন্স ১৬৭৯/- টাকা। [ফি জমাদানের জন্য ব্যাংকের তালিকাঃ (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা)]	২০ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
৭।	মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন (মোটরসাইকেল)	সেবাগ্রহণকারীকে সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মোটরসাইকেলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনটি যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়াগেলে গ্রাহককে প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন ফি জমা প্রদান করতে হয়। মোটরসাইকেলটি পরিদর্শন করার পর মোটরযান পরিদর্শকের সুপারিশ সাপেক্ষে সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের প্রদান করা হয়।	(১) মালিক ও আমদানিকারক/ডিলার কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করা নির্ধারিত আবেদনপত্র (বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে); (ক) একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো মোটরসাইকেলের মালিক হলে সে-ক্ষেত্রে একজনের নামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সকলের সম্মতি সম্বলিত হলফনামা; (খ) প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর ও সিলমোহর; (গ) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে মোটরযানর মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডেরেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন; (২) বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, বিল অব লেডিং ও এলসিএ কপি; (৩) সেল সার্টিফিকেট /সেল ইন্টিমেশন/বিক্রয় প্রমাণপত্র (আমদানিকারক/বিক্রেতা প্রদত্ত); (৪) প্যাকিং লিস্ট, ডেলিভারী চালান ও গেইট পাশ (সিকেডি মোটরযানর ক্ষেত্রে); (৫) বিদেশি নাগরিকের নামে রেজিস্ট্রেশন হলে বাংলাদেশের ওয়ার্ক পারমিট এবংভিসার মেয়াদের কপি; (৭) বিক্রয়ারী প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট পরিশোধের চালান;	নিবন্ধনকালে প্রযোজ্য ফি: (ক) মোটরসাইকেলের ওজন ৯০ কেজি বা এর কম এবং ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০সিসি বা এর কম হলে সর্বমোট ফি ৯,৩১৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ১১৫০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে অবশিষ্ট ৪৬০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। (খ) মোটরসাইকেলের ওজন	০১ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			(৮) প্রযোজ্য রেজিস্ট্রেশন ফি জমাদানের রসিদ; (৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ টেলিফোন বিল/ বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির যে-কোনটির সত্যায়িত ফটোকপি এবং মালিক প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিষ্ঠানের প্যাডে পত্র;	৯০কেজির বেশী ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০ সিসি বা এর কম হলে সর্বমোট ফি ১০,৪৬৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ২৩০০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে অবশিষ্ট ৯২০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। (গ) মোটরসাইকেলের ওজন ৯০কেজি বা এর কম এবং ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০সিসি'র বেশী হলে সর্বমোট ফি ১০,৯২৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ১১৫০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে অবশিষ্ট ৪৬০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। (ঘ) মোটরসাইকেলের ওজন ৯০কেজির বেশী ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০ সিসি'র বেশী হলে সর্বমোট ফি ১২,০৭৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ২৩০০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে		

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
				অবশিষ্ট ৯২০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা) অথবা (ক্লিক করুণ - অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে)]		
৮।	মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন (মোটরসাইকেল ব্যতিত)	সেবাগ্রহণকারীকে সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মোটরসাইকেলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনটি যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়াগেলে গ্রাহককে প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন ফি জমা প্রদান করতে হয়। মোটরসাইকেলটি পরিদর্শন করার পর মোটরযান পরিদর্শকের সুপারিশ সাপেক্ষে সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের প্রদান করা হয়।	(১) মালিক ও আমদানিকারক/ডিলার কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করা নির্ধারিত আবেদনপত্র (H-Form) বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে; (২) ব্যক্তি মালিকানাধীন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে (ক) জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট সত্যায়িত ফটোকপি; (খ) ঠিকানার প্রমানক হিসেবেইউটিলিটি বিল (টেলিফোন বিল/বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) এর সত্যায়িত ফটোকপি; (গ) একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো মোটরযানর মালিক হলে সে-ক্ষেত্রে একজনের নামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সকলের সম্মতি সম্বলিত হলফনামা; (৩) মালিক প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে চিঠি; (৪) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে মোটরযানর মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন; (৫) বিল অব এন্ট্রি (মূলকপি); এক কপিতে একাধিক মোটরযানর বর্ণনা থাকলে মূলকপি প্রদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকর্তৃক সত্যায়িত কপি; (৬) ইনভয়েস, বিল অব লেডিং-এরকাস্টমস্ কর্তৃক সত্যায়িতকপি; (৭) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িতএলসিএ কপি; (৮) সেল সার্টিফিকেট /সেল ইন্টিমেশন/বিক্রয় প্রমাণপত্র(আমদানিকারক/বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত); (৯) প্যাকিং লিস্ট, ডেলিভারী চালান ও গেইট পাশ (সিকেডি মোটরযানর ক্ষেত্রে); (১০) আবেদনকারীর TIN/e-TIN সার্টিফিকেট-এর ফটোকপি; (১১) বিদেশি নাগরিকের নামে রেজিস্ট্রেশন হলে বাংলাদেশের ওয়ার্ক পারমিট	মোটরযানের রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রদেয় মোট ফি মোটরযানর সিসি, সিট সংখ্যা, বোঝাই মোটরযানর ওজন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা রয়েছে, যার তালিকা বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে রয়েছে। (১) মোটরযানের প্রকৃতি ও সিসি অনুযায়ী নিবন্ধন ফি ভিন্ন ভিন্ন হয়। (ফি-এর পূর্ন তালিকা বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে । [এ ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে] (২) ডিআরসি ফি ৫৫৫/- (ভ্যাটসহ) (৩) নাম্বার প্লেট ফি (ভ্যাটসহ) (ক) থ্রি-হুইলার ২২৬০/- (খ) অন্যান্য ৪৬২৮/- (৪) ফিটনেস ফি	০১ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			এবংভিসার মেয়াদের কপি; (১২) (ক) মূসক-১ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (খ) মূসক-১১(ক)/ভ্যাট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (গ) ভ্যাট পরিশোধের চালান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (১৩) প্রস্তুতকারক/বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদিত বডি ও আসন ব্যবস্থার স্পেসিফিকেশন সম্বলিত ড্রইং (বাস, ট্রাক, হিউম্যান হলার, ডেলিভারী ভ্যান, অটো টেম্পু ইত্যাদি মোটরযানের ক্ষেত্রে); (১৪) সিকেডি মোটরযানের ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র টাইপ অনুমোদন ও অনুমোদিত সংযোজনী তালিকা; (১৫) বডি ভ্যাট চালান ও ভ্যাট পরিশোধের রসিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (১৬) প্রয়োজনীয় ফি জমাদানের রশিদসমূহ (বিআরটিএ কপি); (১৭) রিকন্ডিশন্ড মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন হবে- (ক)'টিও' ফরম (ক্রেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত), 'টিটিও' ফরম ও বিক্রয় রসিদ (আমদানিকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত)। (খ) ডি-রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মূল কপি এবং ডি-রেজিস্ট্রেশনের ইংরেজি অনুবাদের সত্যায়িত কপি (সার্টিফিকেট অব ক্যানসেলেশন এর সত্যায়িত কপি);	(ভ্যাটসহ) (ক) হালকা মোটরযান: ১০৮৭/- (খ) ভারি মোটরযান: ১৬০৫/- (৫) মোটরযানের প্রকৃতি, আসন সংখ্যা অথবা বোঝাই মোটরযানর ওজন এরউপর ভিত্তি করে রোড ট্যাক্স ভিন্ন ভিন্ন হয় (পূর্ন তালিকা বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে) [এ ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে] (৬) মোটরযানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অনুমিত অগ্রিম আয়কর ভিন্ন ভিন্ন হবে (পূর্ন তালিকা বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা) অথবা (ক্লিক করুণ - অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে)] বি:দ্র: (ক)রিকন্ডিশন্ড মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ফি এর সাথে মালিকানা বদলী ফি যোগ করতে		

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
				হবে, যা রেজিস্ট্রেশন ফি এর ৩ ভাগের ১ ভাগ। (খ) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে মোটরযানর মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে উপরোক্ত ফি এর সাথে Hire Purchase (H/P) ফি ১৭২৫/- (ভ্যাটসহ) যোগ করতে হবে।		
৯।	মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন	বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে একাউন্ট খুলে ফিটনেস নবায়নের জন্য এ্যাপয়েন্ট গ্রহণ করতে হবে। মোটরযানটি অবশ্যই BSP পোর্টালে সংযুক্ত থাকতে হবে। মোটরযানটি ফিটনেস উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে Appointment নিতে পারবে। মোটরযানটি নিয়ে বিআরটিএ সার্কেল অফিসে যাওয়ার পূর্বে বকেয়া প্রদান পূর্বক Money Receipt সংগ্রহ করতে হবে। ফিটনেস Expire Last Date হলে শেষ স্লটে Serial না থাকলেও Appointment জন্য আবেদন করতে পারবে। Appointment Date wise না গেলে Appointment বাতিল হিসাবে গণ্য হবে এবং পূনরায় Appointment নিতে হবে।	বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণকৃত সি.এফ.সি/সি.এফ.আর.এ ফরম স্বাক্ষর। (ক) প্রয়োজনীয় ফি জমা রশিদ; (খ) হালনাগাদ ট্যাক্স টোকেন এর ফটোকপি; (গ) মোটরযানের অনুমিত/অগ্রিম আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র (অনুমিত/অগ্রিম আয়কর জমা দিতে TIN আবশ্যক); (ঘ) পরিদর্শনের জন্য মোটরযান হাজির করা।	মোটরযানের শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারিত ফি জমা প্রদানের জন্য বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে সেবাগ্রহণকারীর নিবন্ধিত একাউন্ট থেকে ফি প্রদান করতে হবে।	২ দিন	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
১০।	মোটরযানের মালিকানা বদলী	সেবাগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ আবেদন করতে হবে এবং মোটরযান ও পূর্বের মালিক(বিক্রেতা)-কে বিআরটিএ সার্কেল অফিসে	(১) যথাযথভাবে পূরণকৃত 'টিও', 'টিটিও' ফরম এবং বিক্রয় রশিদ বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে; (২) নির্ধারিত ফি জমা রশিদের বিআরটিএ'র কপি; (৩) ক্রেতার টিন (TIN) সার্টিফিকেট এবং বর্তমান ঠিকানার স্বপক্ষে ইউটিলিটি	(১) মোটরযানের মালিকানা বদলী ফি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফি-এর ৩ ভাগের ১ ভাগ। [এ ক্ষেত্রে	৩০ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
		হাজির হতে হবে। মোটরযান পরিদর্শকের সুপারিশ সাপেক্ষে সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:)কর্তৃক মালিকানা বদল করা হয়।	(টেলিফোন/বিদ্যুৎ/গ্যাস ইত্যাদি) বিলের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল; (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি; (৫) মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) এর উভয়ের মূল কপি অথবা ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট; (৬) হালনাগাদ ট্যাক্স-টোকেন, ফিটনেস, রুট পারমিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর সত্যায়িত ফটোকপি; (৭) ছবিসহ ২০০/- টাকা অথবা সরকার নির্ধারিত নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ক্রেতা ও কিক্রেতার পৃথক পৃথক হলফনামা; (৮) তিনকপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙ্গিন ছবিসহ নির্ধারিত নমুনা স্বাক্ষর ফরমের সকল তথ্য ইংরেজি BLOCK LETTER এ পূরণ করে ক্রেতার নমুনা স্বাক্ষর; (৯) ক্রেতা যদি কোনো প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে হলফনামার পরিবর্তে অফিসিয়াল প্যাডে চিঠি/ ইন্টিমেশন; (১০) বিক্রেতা কোম্পানী হলে কোম্পানীর লেটার হেড প্যাডে ইন্টিমেশন, বোর্ড রেজুলেশন ও অথরাইজেশনপত্র; (১১) মোটরযানটি ব্যাংক অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়বদ্ধ থাকলে দায়বদ্ধকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ছাড়পত্র, লোন এ্যাডজাষ্টমেন্ট স্টেটমেন্ট, ব্যাংক কর্তৃক সহকারী পরিচালক(ইঞ্জিঃ) বিআরটিএ বরাবর অনুরোধ পত্র এবং ২০০/- টাকা অথবা সরকার নির্ধারিত নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ব্যাংক কর্তনের হলফনামা; (১২) বিদেশি নাগরিকের নামে মালিকানা বদলি হলে বাংলাদেশের ওয়ার্ক পারমিট এবংভিসার মেয়াদের কপি;	১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে] (রেজিস্ট্রেশন ফি তালিকা বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)। অথবা (২) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে মোটরযানর মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে Hire Purchase (H/P) withdrawl ফি ৮৬৩/- (ভ্যাটসহ) যোগ করতে হবে। খ) ডিআরসি ফি ৫৫৫/- (ভ্যাটসহ) গ) প্রতিলিপি ফি ৩৪৫/- (ভ্যাটসহ) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা) অথবা (ক্লিক করুণ - অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে)]		সার্কেল অফিস
১১।	মোটরযানের রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন	সেবাগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ তার মোটরযানের রুটপারমিট ইস্যু/নবায়নের জন্য আবেদন করেন। অত:পর বিআরটিএ অফিস কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (আরটিসি)-তে উপস্থাপন করা হয়। কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে সদস্য সচিব (সহকারী পরিচালক) রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন করে	(১) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র পূরণ ও স্বাক্ষর (বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে); (২) প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের রশিদ; (৩) চালকের নিয়োগপত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর সত্যায়িত কপি; (৪) রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি; (৫) রুটপারমিট সার্টিফিকেটের মূল কপি (নবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); (৬) হালনাগাদ ট্যাক্স টোকেন এর সত্যায়িত ফটোকপি; (৭) TIN সংক্রান্ত কাগজপত্র-এর সত্যায়িত কপি;	(১) বাস/মিনিবাস এর ক্ষেত্রে প্রতি বছর ৫৭৫/- টাকা (এক জেলার জন্য), (২) প্রতি বছর ৯২৫/- টাকা (একাধিক কিন্তু অনধিক তিন জেলার জন্য) (৩) প্রতি বছর ১২৯০/-	১৫ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
		গ্রাহককে সরবরাহ করা হয়।	(৮) অনুমিত আয়কর জমার রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপি	টাকা (তিনের অধিক জেলার জন্য) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা) অথবা (ক্লিক করুণ - অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে)]		
১২।	মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন	গ্রাহক মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফি জমাদিয়ে আবেদন করেন। এরপর মোটরযান পরিদর্শক সরজমিনে মোটরযানটি দেখে এক বছরের জন্য ফিটনেস নবায়ন করেন।	(১) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে); (২) প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের রশিদ; (৩) ফিটনেস সার্টিফিকেটের মূল কপি; (৪) হালনাগাদ ট্যাক্স টোকেন এর সত্যায়িত ফটোকপি; (৫) অনুমিত অগ্রিম আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র;	(১) ফিটনেস নবায়নফি (ভ্যাটসহ) (ক) হালকা মোটরযান: ১০৮৭/- (খ) ভারি মোটরযান: ১৬০৫/- (২) মোটরযানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অনুমিত অগ্রিম আয়কর ভিন্ন ভিন্ন হবে (বি: দ্র: ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার সময় TIN সার্টিফিকেটের কপি প্রয়োজন হবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা) অথবা (ক্লিক করুণ - অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে)]	০১ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
১৩।	মোটরযানের ট্যাক্স টোকেন নবায়ন	গ্রাহককে প্রয়োজনীয় ফি জমা প্রদানের পর বিআরটিএ অনুমোদিত ব্যাংক থেকে ট্যাক্স টোকেন নবায়ন করে নিতে হয়।	(১) পূর্বের ইস্যুকৃত ট্যাক্স টোকেন সার্টিফিকেট (মূল কপি)।	মোটরযানের প্রকৃতি, আসন সংখ্যা অথবা বহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে	০১ কার্যদিবস	সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
				রোড ট্যাক্স ভিন্ন ভিন্ন হবে (রোড ট্যক্স এর পূর্ন তালিকা বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করুণ - ব্যাংকের তালিকা) অথবা (ক্লিক করুণ - অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে)]		কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস
১৪।	ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু	সেবাগ্রহণকারী বিআরটিএ সদর কার্যালয় অফিসে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন। আবেদনটি যাচাই-বাছাইকরতঃ ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে।	(১) নির্ধারিত ফর্মের (Form I.L.A)-এ আবেদন (বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে); (২) পাসপোর্ট সাইজের ০২ (দুই) কপি এবং স্ট্যাম্প সাইজের ০২ (দুই) কপি রঙ্গীন ছবি; (৩) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ (বিআরটিএ'র কপি) (৪)পেশাদার লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি; (৫)ভারী মোটরযান চালনার ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতার সনদ; (৬) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (এসএসসি বা সমমান কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে); (৭) পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত (৮) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার নিকট হতে চারিত্রিক সনদপত্র;	ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ফি ৮৬৩/- টাকা (ভ্যাটসহ);	৩০ কার্যদিবস	পরিচালক(ইঞ্জি:) বিআরটিএ সদর কার্যালয়

২.২। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	সরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন যানবাহন অকেজো ঘোষণা করার বিষয় সুপারিশ	প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মোটরযানটি মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। মোটরযানটি অকেজো ঘোষণার যোগ্য হলে নির্ধারিত ফরমে সুপারিশ করা হয়।	(১) সংশ্লিষ্ট যানবাহনের লগ বই এর ফটোকপি; (২) রেজিস্ট্রেশন সনদের ফটোকপি	প্রয়োজ্য নয়	২-৩ দিন	সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:)/মোটরযান পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস ঢাকার ক্ষেত্রেঃ ৬ নং টিনশেড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

২.৩। অভ্যন্তরীণ সেবা:

ক্র.নং	সেবার মান	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবাপ প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	পেনশন/পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর	(ক) আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) পেনশন বিধিমালা ও পেনশন সহজীকরণ নীতিমালা-২০০৯ অনুসরণে (গ) শৃঙ্খলা ও অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা; (ঘ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদন (পেনশন ফরম, নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ সংযুক্তিসহ); (খ) প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ, চাকরি বিবরণী, বিগত তিন বছরের না-দাবী প্রত্যয়নপত্র এবং বিভিন্ন কর্মস্থল হতে প্রাপ্ত অডিট অনাপত্তি ও না-দাবী সনদ পত্র; (গ) প্রাপ্তব্য পেনশনের বৈধ উত্তরাধিকার ঘোষণাপত্র; (ঘ) অধিকন্তু, পেনশন সহজীকরণ নীতিমালা-২০০৯ মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র:	বিনামূল্যে	১৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
২।	পিআরএল/লাম্পগ্রান্ট অনুমোদন	(ক) আবেদনের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি করা; (খ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদন; (খ) হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন;	বিনামূল্যে	১০ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
৩।	ভবিষ্যৎ তহবিল হতে চূড়ান্ত উত্তোলন	(ক) আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯ অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা; (গ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) আবেদনপত্র; (খ) চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের অথরিটিপত্র; (গ) জিপিএফ স্লিপ;	বিনামূল্যে	৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
৪।	ভবিষ্যৎ তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯ অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা; (গ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদনপত্র; (খ) হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমাকৃত অর্থের স্লিপ;	বিনামূল্যে	৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
৫।	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও অন্যান্য অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৫৯ ও বাংলাদেশ চাকুরি (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা-১৯৭৯ অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা; (গ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র; (খ) হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন; (গ) শ্রান্তি বিনোদন ছুটির ক্ষেত্রে ইতিপূর্বের মঞ্জুরীর জিও'র কপি; (ঘ) চিকিৎসাজনিত ছুটির ক্ষেত্রে চিকিৎসা সনদ; (ঙ) মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে চিকিৎসা সনদ;	বিনামূল্যে	৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd

ক্র.নং	সেবার মান	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবাপ প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬।	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদোন্নতি, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড প্রদান	(ক) ডিপিসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি করা; (খ) পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অবহিত করা;	(ক) শৃঙ্খলাজনিত প্রতিবেদন; (খ) এসিআর;	বিনামূল্যে	৩০ দিন	মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭২০ ই-মেইল: dda@brta.gov.bd

৩। আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা: প্রযোজ্য নয়।

৪। আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান;
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা;
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইল নির্দেশনা অনুসরণ করা;
৪	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা;
৫	অনাবশ্যক ফোন তদবির না করা;

৫। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	এ, টি, এম কামরুল ইসলাম তাং সচিব (যুগ্মসচিব) মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫০০৫১৫৭০ ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৫, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১২ ই-মেইলঃ secretary@brta.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	নুর মোহাম্মদ মজুমদার চেয়ারম্যান মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫০০৫১৫৬৩ ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১১, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১২ ই-মেইলঃ chairman@brta.gov.bd	২০ কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ভবন নং ৭, ৮ম তলা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮-০২-৯৫১১১২২, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৩৯০০ ই-মেইলঃ info@rthd.gov.bd	৬০ কার্যদিবস